দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



কেইনকে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল রিয়াল

পৃষ্ঠা-০৬

বৃহস্পতিবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ১৯৫ সংখ্যা
- ঢাকা, ১৯ নভেম্বর ২০২৬
- ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ০৮ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

এনআইডি সেবা দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত দেখতে চাই : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার :
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত সেবাকে সম্পূর্ণ দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ২ এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতিতে এখন নিম্নচাপ চলছে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের অর্থনীতিতে নিম্নচাপ চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন ২ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্পখাতে যুক্ত করা সরকারের বড় কর্মসূচি: অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
অর্থ এবং পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইন্ডাস্ট্রির (শিল্পখাত) সঙ্গে যুক্ত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। গতকাল ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

একনেকে সভায় ১৬ প্রকল্প অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার :
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৩৩ হাজার ২৯৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, নদীভাঙন প্রতিরোধ, খাল ও ছোট নদী পুনঃখনন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এসব প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। অনুমোদিত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি নতুন এবং দু'টি সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন থেকে ৩২ হাজার ৮৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা, প্রকল্প ঋণ থেকে ৪২৪ কোটি ৭৩ লাখ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

অনুমোদিত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি নতুন এবং দু'টি সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন থেকে ৩২ হাজার ৮৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাত প্রকল্প : সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাতটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এগুলো হলো- উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ; জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম সংশোধন; ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন; সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। এ ছাড়া পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের ২ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনের সমাপনী দিনে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

এমপিদের নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার :
দলীয় সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সভাপতি তারেক রহমান। বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন। সংসদীয় বৈঠক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটায় জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনের সমাপনী দিনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংসদ নেতা তারেক রহমান। বৈঠকে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৫ ডিসেম্বর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি পালনের বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তদারক, নেতাকর্মীদের পাশে থাকা ২ এর পাতায় দেখুন



গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, গাড়িতে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার :
ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গাজীপুরে আবারও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পোশাকশ্রমিকরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। গতকাল বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে মহানগরীর ছয়দানা ও হাড়িকেন এলাকায় শ্রমিকেরা মহাসড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে একটি গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি বিবেচনায় মহানগরীর ১০টি তৈরি পোশাক কারখানায় আজকের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ৩৯টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ২ এর পাতায় দেখুন

সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার যৌথ কমিশন গঠন

স্টাফ রিপোর্টার :
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা আজ একটি 'যৌথ পরামর্শক কমিশন' (Joint Consultative Commission for Comprehensive Cooperation) গঠনের বিষয়ে একমত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলম্বোতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এবং শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিতা হেরাতের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা এই কমিশন গঠনের বিষয়ে একটি ২ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আশঙ্কা, টার্গেট ঢাকা

বিশেষ প্রতিবেদক ■
নভেম্বরের শেষ ভাগ থেকে ডিসেম্বরজুড়ে দেশজুড়ে নাশকতার আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একটি অংশের তৎপরতা এবং বিদেশে অবস্থানরত নেতাদের নির্দেশনা ও অর্থায়নে সরকারি স্থাপনা, পুলিশি স্থাপনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখা হচ্ছে রাজধানী ঢাকাকে। ঢাকায় আকস্মিক জমায়েত, প্রবেশপথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশজুড়ে ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নাশকতার পরিকল্পনাকারী, অর্থদাতা ও ইন্ধনদাতাদের শনাক্ত, পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে পুলিশ। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সম্ভাব্য নাশকতার পরিকল্পনা শুধু রাজধানীতে কোনো রাজনৈতিক জমায়েত বা যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। সরকারি অফিস-ভবন, আদালত, থানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং যোগাযোগব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে হামলার আশঙ্কা

- প্রবেশপথ অবরোধ-আকস্মিক জমায়েতে ঢাকা অচলের পরিকল্পনা
- টার্গেট সরকারি অফিস, আদালত, থানা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সড়ক-নৌপথ বিচ্ছিন্ন করে গোপালগঞ্জসহ চার জেলা আলাদা করার আশঙ্কা
- অর্থদাতা শনাক্ত, অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবার নজরদারি জোরদার

রয়েছে। বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যে বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের নির্দেশনা ও অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কমিটি গঠন করে সরকারি অফিস ও ভবনে নাশকতার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের ভেতরে আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীরা এসব কর্মকাণ্ড সমন্বয় করতে পারেন বলে গোয়েন্দাদের ধারণা। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ, মোবাইলফোনের কথোপকথন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তৎপরতা এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেন বিশ্লেষণ করে অর্থের জোগানদাতা, পরিকল্পনাকারী ও মাঠপর্যায়ের সমন্বয়কারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। গোয়েন্দা সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ থেকে লোকজন সংগঠিত করে রাজধানীর কোনো একটি অংশে হঠাৎ জমায়েত করার পরিকল্পনার আশঙ্কা রয়েছে। এরপর রাজধানীর প্রবেশমুখ, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও যোগাযোগব্যবস্থায় অবরোধ সৃষ্টি করে ঢাকাকে কার্যত অচল বা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হতে পারে। এ ধরনের জমায়েতকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। গোয়েন্দা সূত্রগুলোর ধারণা, রাজধানীর ভেতরে একাধিক জায়গায় একযোগে জমায়েত কিংবা সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তবে ঢাকাকে ঘিরে ২ এর পাতায় দেখুন



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ

-ড.এহছানুল হক

স্টাফ রিপোর্টার :
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন আজ জাতীয় সংসদে এ তথ্য জানান। চট্টগ্রাম-২ আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য সরোয়ার আলমগীরের টেবিলে উপস্থাপিত তারকা চিহ্নিত লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ২ এর পাতায় দেখুন

ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত

হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবে ঢাবি

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখার হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর আপিল করা হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাবির প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী। তিনি বলেন, "আদেশের কপি পাওয়া মাত্র আমরা আপিল করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে যাতে খুব দ্রুত আদেশের কপিটা পাওয়া যায়"। তিনি আরও বলেন, "আদেশের কপি আজ পেলে আজই আপিল ২ এর পাতায় দেখুন



পঞ্চম অধিবেশনের আগেই সংসদ ভবনে চালু হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ

স্টাফ রিপোর্টার :
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন শুরুর আগেই জাতীয় সংসদ ভবনে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সংসদ সচিবালয়। এ লক্ষ্যে কারিগরি স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও জ্বালানি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ২ এর পাতায় দেখুন

৩ মাসে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি বেড়েছে ৪৮৯ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার :
চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৮৯ কোটি ২৬ লাখ টাকা বেড়েছে। এ সময়ে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৮৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২ হাজার কোটি ১৮ লাখ টাকা। ব্যাংকের আমানতের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বেশি সুদ এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অনেকেই এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৮২২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। এ মাসে মূল টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ৬ হাজার ৭৬৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। ফলে জুলাইয়ে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৯ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ সময়ে সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৩ হাজার ৬০৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার ৭৫৩ কোটি ৬২ লাখ টাকার। বিপরীতে মূল টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ৯ হাজার ৩৪৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। ফলে মাসটিতে নিট বিক্রি দাঁড়িয়েছে ৪০৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। এ মাসে সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৩ হাজার ৮৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বর মাসে সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৩০৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এ সময়ে মূল টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার ২৮১ কোটি ৮১ লাখ টাকা। ফলে মাসটিতে নিট বিক্রি হয়েছে ২৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৮৮৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। একই সময়ে মূল টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ২৬ হাজার ৩৯৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এ সময়ে সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ২ এর পাতায় দেখুন

> ব্যাংকের আমানতের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বেশি সুদ এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অনেকেই এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
www.jamaat-e-islami.org

এক শর্তে সরকারের পাশে থাকার ঘোষণা দিল জামায়াত

স্টাফ রিপোর্টার :
গণভোটের রায় মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিলে বিরোধী দল হিসেবে সরকারের সব কাজে সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, সরকার গণভোটের গণরায় মেনে নিলে রাজনৈতিক সংকট কেটে যাবে এবং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে আসবে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় ২ এর পাতায় দেখুন



ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানের 'থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট' গড়ার পরিকল্পনা: প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে একটি বড় 'থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার। পূর্বাঞ্চলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যক্রমেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। বুধবার (১৮ নভেম্বর) সচিবালয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা ২৬ থেকে ৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের স্বাস্থ্য খাতে এক ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক চিত্র সামনে এসেছে। রোগজীবাণুর ওপর অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি বিভাগের সদ্য প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাসপাতালে গুরুতর সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত শেষ ভরসার শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক 'কার্বাপেনেম' এখন প্রধান জীবাণুগুলোর এক-তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধে কাজ করছে না। অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা ২৬ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে। বিশেষ করে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউতে থাকা রোগীদের শ্বাসনালির নমুনায় এই ওষুধ প্রতিরোধের হার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এক ভয়াবহ অশনিসংকেত। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের রোগীদের নমুনার ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনটি আজ বুধবার 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাওয়ারনেস উইক-২০২৬' উপলক্ষে প্রকাশিত হবে। এ বছর সপ্তাহটির প্রতিপাদ্য- 'ওয়ান হেলথ, ওয়ান অ্যাকশন, প্রিভেন্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নাউ'।

কার্যকারিতা হারাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক : প্রতিবেদনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হলো জরুরি বিভাগ ও আইসিউতে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত 'কার্বাপেনেম' গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমে যাওয়া। ছয়টি প্রধান গ্রাম নেগেটিভ জীবাণুর ১০ হাজার ৫৩৬টি নমুনার মধ্যে ৩ হাজার ৮১০টি (৩৬.২ শতাংশ) 'মেরোপেনেম-প্রতিরোধী' পাওয়া গেছে। আগের বছর এ হার ছিল ২৮ দশমিক ২ শতাংশ। এক বছরে দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া 'ক্লেবসিয়েলার' মধ্যে কার্বাপেনেম প্রতিরোধ ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে, আর 'ই.কোলাই' ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তা ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য পরিচিত 'অ্যাকিনেটোব্যাক্টর' ব্যাকটেরিয়ার ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং 'সিউডোনোমাসের' ৫২ দশমিক ১ শতাংশ কার্বাপেনেমের প্রতিরোধী। ২০২২-২৩ সালের তুলনায় কার্বাপেনেম-প্রতিরোধী 'সিউডোনোমাসের' সংখ্যা ২৭৬ থেকে বেড়ে ৯৩৭-এ দাঁড়িয়েছে।

রক্তের সংক্রমণে বাড়ছে ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণু : রক্ত থেকে পাওয়া 'ক্লেবসিয়েলা'-এর ৫৬ শতাংশ, 'অ্যাকিনেটোবেক্টর'-এর ৬২ দশমিক ২ শতাংশ এবং 'ই.কোলাই' ব্যাকটেরিয়ার ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক মেরোপেনেমে সাড়া দিচ্ছে না। আইসিইউ রোগীদের শ্বাসনালি থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে 'কার্বাপেনেম' প্রতিরোধ করছে ক্লেবসিয়েলা ও অ্যাকিনেটোবেক্টর। 'ক্লেবসিয়েলার' শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ, 'অ্যাকিনেটোবেক্টর' শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে 'কলিস্টিন' গোত্রের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করছে এখন। রক্তে ছত্রাক বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে এক নতুন ও উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখা গেছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন নমুনার মধ্যে নতুন জাতের ২ এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ নেতাকর্মীদের ধরতে শুরু হচ্ছে চিরুনি অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার :
বাইরে সহিংসতা করে ঢাকায় এসে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধরতে চিরুনি অভিযান শুরু করছে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশ। পুলিশ বলছে, এ ধরনের ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থলগুলোতে পুলিশের নজরদারি রয়েছে। শিগগির অভিযান শুরু হবে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) নিয়াজ মেহেদী। গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা চালিয়ে পালিয়ে ঢাকায় আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকে। তাদের গ্রেফতারে কোনো অভিযান শুরু হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন সংগঠক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ২ এর পাতায় দেখুন



পঞ্চগড়ে বাড়ছে শীত কাঁপছে মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার :
রাতভর শীতের তীব্রতা, ভোরে ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত রাস্তা-ঘাট। সকাল গড়ালেও কাটছেনা শীতের প্রকোপ। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলছে সূর্যের দেখা। এরইমধ্যে তাপমাত্রা নেমে আসে ১৫ ডিগ্রির ঘরে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও ছিল শতভাগ। সব মিলিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জেলা পঞ্চগড়ে বাড়তে শুরু করেছে শীতের প্রকোপ। বুধবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরআগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৬ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল ১০০ ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
সকালবেলা
The Daily Sakalbela
নতুন প্রজন্মের কাগজ
বৃহস্পতিবার
১৯ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত বায়ুর শহর ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার :
বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষে অবস্থানে করছে পাকিস্তানের লাহোর। বায়ুমান সূচকে স্কোর ২৮৪। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা, যার স্কোর ২০৮। যা বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ৮টায় সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান বিষয়ক ওয়েবসাইট আইকিউএয়ারে এ তথ্য দেখা যায়। বায়ুদূষণে এদিন বিশ্বের দূষিত শহরগুলোর তালিকায় ১৯৯ স্কোর নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের কলকাতা। তালিকায় চতুর্থ স্থানে ১৮৩ স্কোর নিয়ে অবস্থান ৭ এর পাতায় দেখুন

শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তায় চার জেলায় ৪৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার :
শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় ৪৪ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় ২০, গাজীপুরে ১৫, নারায়ণগঞ্জে সাত এবং ময়মনসিংহে দুই প্লাটুন বিজিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকার মিরপুর, হেমায়েতপুর, সাভার ও আশুলিয়ার ইউনুস কনভেনশন হল, কাঠগড়া, জিরাবো, হামিম গ্রুপ, মিডলার গ্রুপ ও জামগড়া এলাকায় ২০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে। অন্যদিকে, গাজীপুরের চন্দ্রা, পল্লী বিদ্যুৎ, মৌচাক, কোনাবাড়ী, তেলিরচালা, কাশিমপুর, ভোগড়া বাইপাস, গাছা, সালনা ও বৈশয়া কুড়িবাড়ি এলাকায় দায়িত্ব পালন করছেন ১৫ প্লাটুন বিজিবি সদস্য। নারায়ণগঞ্জের শিবু মার্কেট, ৭ এর পাতায় দেখুন



প্রতিটি শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়তে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর : মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
নারী ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, এমপি বলেছেন, প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সহিংসতামুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। তিনি আরও বলেন, এ লক্ষ্যে সুশাসন ও অর্থায়ন জোরদার, আইন সংস্কার এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ সাতটি অগ্রাধিকার খাতে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে সরকার। গতকাল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'সেকেন্ড গ্লোবাল মিনিস্ট্রারিয়াল কনফারেন্স অন এন্ডিং ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট চিলড্রেন' শীর্ষক সম্মেলনের প্লেজিং সেশনে দেওয়া বক্তব্যে ডা. জাহিদ হোসেন এসব কথা বলেন। এ সময় নারী ও শিশু বিষয়ক সচিব ড. রওশন আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন। আজ ঢাকায় প্রাপ্ত নারী ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় 'ইভ্যাক প্লেজ' উপস্থাপন করে মন্ত্রী জানান, দেশের আটটি বিভাগের শিশু, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী এবং ৭ এর পাতায় দেখুন

বাইকের বেপরোয়া গতিতে ঝরছে তরুণদের প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার :
মহাসড়কে কখনো সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে মোটরসাইকেল চালানো, কখনো পাল্লা দিয়ে ওভারটেক, আবার কখনো বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলা। তারুণ্যের এই উন্মাদনা যে একটি মৃত্যুফাঁদ-তা অনেকেই বুঝতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে বগুড়ার সড়কগুলোতে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে জেলার ১৩ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩৪ জন। নিহত ব্যক্তিদের প্রায় অর্ধেকই মোটরসাইকেল আরোহী। যাদের বড় একটি অংশ কিশোর, তরুণ ও শিক্ষার্থী। ২০২৫ সালেও সড়কে প্রাণ গেছে ১২০ জনের। সব মিলিয়ে ২২ মাসে ঝরেছে ২৫৪ প্রাণ। জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এসব প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল আরোহীদের মধ্যে বেপরোয়া গতিতে চলাচল, ঝুঁকিপূর্ণভাবে ওভারটেক এবং সড়কে প্রতিযোগিতার প্রবণতা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে সামনে এসেছে। গত ২৯ অক্টোবর বিকালেও বেপরোয়া গতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে প্রাণ হারান দয়াল চন্দ্র নামের এক তরুণ মোটরসাইকেলচালক। বগুড়া সদরের ঘোড়াধাপ বাজারের কাছে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর দুই আরোহী গুরুতর আহত হন। সরেজমিন দেখা গেছে, শহরের প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি ও মহাসড়কগুলোতে একদল তরুণ নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তা পেলেই গতির প্রতিযোগিতা, ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্টবাজি, লেন অমান্য করে ওভারটেকিং এবং উল্টো পথে চলার মতো ঘটনা এখন নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ

> বগুড়ায় ১০ মাসে সড়কে ঝরেছে ১৩৪ প্রাণ, মোটরসাইকেল আরোহীদের বড় অংশই কিশোর, তরুণ ও শিক্ষার্থী

ক্ষেত্রেই চালক ও আরোহীর মাথায় মানসম্মত হেলমেট বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী থাকছে না। সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুর্ঘটনার পেছনে অন্যতম বড় কারণ হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন চালকদের হাতে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়া। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তারা সামান্য পরিস্থিতিতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। এ ছাড়া অনেক অভিভাবক সন্তানের আবদার মেটাতে বয়স ও দক্ষতা যাচাই না করেই উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন, যা বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলছে। সড়ক বিশেষজ্ঞদের মতে ৭ এর পাতায় দেখুন



মাতারবাড়ি চুক্তি প্রকাশের দাবি শফিকুর রহমানের

স্টাফ রিপোর্টার :
মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নিয়ে অতীতে কোনও চুক্তি হয়ে থাকলে তা আগামী সংসদ অধিবেশনে প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, অতীতে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক অনেক চুক্তি সম্পাদিত হলেও সেগুলোর বিষয়বস্তু জনগণ জানতে পারেনি। এখন একটি নির্বাচিত সংসদ। এই সংসদে লুকোচুরি চলতে পারে না। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) রাতে জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'আমাদের এই সংসদ আমরা ৭ এর পাতায় দেখুন



আদালত থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ বিচারক

স্টাফ রিপোর্টার :
বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সহকারী সিনিয়র জজ শেখ ফারহান নাদিম নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তিনি উজিরপুর ও মেহেন্দীগঞ্জের সিভিল জজ আদালতের বিচারকের দায়িত্বে রয়েছেন। এ ঘটনায় বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিকালে জেলা জজ আদালতের নাজির মাইনুল হাসান বাদী হয়ে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় জিডিটি করেন। বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বিচারকের আদালতের কর্মরতদের বরাত দিয়ে বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৭ এর পাতায় দেখুন

সময়মতো সব বই পাবে না শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার :
অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পরপর দুই শিক্ষাবর্ষে (২০২৫ ও ২০২৬) বছরের শুরুতে সব শিক্ষার্থী সময়মতো পাঠ্যবই হাতে পায়নি। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সব বই পৌঁছাতে মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় লেগেছিল। আর ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শতভাগ বই সরবরাহ সম্পন্ন করতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এবারও নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বই বিতরণের পরিকল্পনা জানানো হয়েছে। কিন্তু মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিদর্শনের অগ্রগতিতে এখনও মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক তৈরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার চিত্র দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি বইয়ের কাগজ ও মুদ্রণের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন গত ১৬ নভেম্বর বলেছেন, "আমরা শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে আমাদের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে"। এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) গতকাল মঙ্গলবারের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, প্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ও পিডিআই (প্রি-ডেলিভারি ইন্সপেকশন) সম্পন্ন হয়েছে শতভাগ। প্রাথমিকের (প্রথম-পঞ্চম) ক্ষেত্রে বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে ৯৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ বইয়ের এবং পিডিআই হয়েছে ৯৭ দশমিক ২৮ শতাংশের। ইবতেদায়িতে এ হার যথাক্রমে ৯৩ দশমিক ৬৭ ও ৯২ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে মাধ্যমিকের (ষষ্ঠ-দশম) বইয়ের বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে ৮১ দশমিক ১০ শতাংশ এবং পিডিআই হয়েছে ৭৮ দশমিক ৩১ শতাংশের। অর্থাৎ প্রাথমিকের বই প্রায় প্রস্তুত হলেও মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ হয়নি।

> এবারও নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বই বিতরণের পরিকল্পনা জানানো হয়েছে।



৩০ নভেম্বরের মধ্যে বই পৌঁছানোর আশ্বাস : এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু নাসের টুকু গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেন, "প্রাক-প্রাথমিকের বই শতভাগ পৌঁছে গেছে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সব বইয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ভালো অবস্থানে রয়েছেন"। তার ভাষায়, "সরকার যখনই বাচ্চাদের হাতে বই দিতে চাইবে, ১০০ শতাংশ বই দিতে পারবে। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই"। এনসিটিবির কারিকুলাম বিভাগের আরেক সদস্য অধ্যাপক ড. এ কে এম শওকত আলী খান ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব বই মাঠপর্যায়ে চলে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন।

বইয়ের মান নিয়ে উদ্বেগ মুদ্রণশিল্পে : তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঠপর্যায়ে বই পৌঁছানো, ছাপার কাজ শেষ হওয়া এবং পিডিআই সম্পন্ন হওয়া এক বিষয় নয়। এনসিটিবির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানেও এই তিন পর্যায়ের অগ্রগতিতে পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি তোফায়েল খান বলেন, "প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকের বইয়ের কাজ ভালোভাবে এগোলেও মাধ্যমিকের বই ৭ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় পতন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা এবং ডলারের শক্তিশালী অবস্থানে বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় পতন হয়েছে। বুধবার (১৮ নভেম্বর) লেনদেনের একপর্যায়ে সোনার দাম ২ শতাংশের বেশি কমে গত এক বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৯ মিনিটে স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ শতাংশ কমে ৩ হাজার ৭৭২ ডলার ৯১ সেন্টে দাঁড়ায়। এর আগে দাম কমে ৩ হাজার ৭৫৭ ডলারে নেমেছিল, যা ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর সর্বনিম্ন। যুক্তরাষ্ট্রের ডিসেম্বর মেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ সরবরাহের দামও ২ দশমিক ৩ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৭৭৬ ডলার ১০ সেন্টে দাঁড়ায়। সুইসকোটের বিশ্লেষক কার্লো আলবার্তো দে কাসার মতে, ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং আগামী কয়েক মাসে ফেডের কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণের ৭ এর পাতায় দেখুন



যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সংসদীয় সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বারোপ

স্টাফ রিপোর্টার :
ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সংসদীয় সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পার্লামেন্ট পরিদর্শনকালে যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সের ডেপুটি স্পিকার ক্যারোলিন নোকস এমপির সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনির বৈঠকে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। মঙ্গলবারের এ বৈঠকে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা, সংসদ পরিচালনার বিধি-বিধান এবং বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক ও অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় উভয় পক্ষ নিজ নিজ দেশের সংসদীয় কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বৈঠকে দুই দেশের সংসদীয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় অনুসৃত ৭ এর পাতায় দেখুন



বিরোধী দলকে 'লংমার্চ টু টুঙ্গিপাড়া' কর্মসূচি ঘোষণার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার :
বিরোধী দল বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে লং মার্চতো বহু করল, এবার হয়ে যাক না লং মার্চ টু টুঙ্গিপাড়া কর্মসূচির ঘোষণা, আমিও এ কর্মসূচিকে সাধুবাদ ও সমর্থন জানাবো বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী মো. রাশেদ খাঁন। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকালে টুঙ্গিপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নাশকতা নিয়ে ফেসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। পোস্টে রাশেদ খাঁন লেখেন, টুঙ্গিপাড়ার আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নাশকতার কারণে সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, ৭ এর পাতায় দেখুন

হাসিনাকে ঘিরে চলছে বাংলাদেশ ভারতের 'ছায়াযুদ্ধ'

স্টাফ রিপোর্টার :
বন্দুক, যুদ্ধবিমান কিংবা বোমা ছাড়াই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক ধরনের সংঘাত চলছে। এই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই লড়াইয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। আর শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ক্রমেই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ছে নয়াদিল্লি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সামরিক বিমানে ঢাকা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে ৭৯ বছর বয়সি এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের অজ্ঞাত একটি স্থানে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে তিনি অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং সাবেক সহকর্মীদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ সীমিত রয়েছে। হাসিনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানাচ্ছে, তিনি দেশে ফিরতে চান। পাসপোর্ট নবায়ন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য তার সাম্প্রতিক তৎপরতার খবরও দেশে ফেরার ইচ্ছার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। তবে বাংলাদেশে তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, হাসিনাবিরোধী ব্যাপক গণবিক্ষোভের মধ্য দিয়েই দেশটিতে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছিল। অন্যদিকে, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারও হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে চায়। তবে সেটি প্রত্যর্পণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ফলে ভারত এখন একসঙ্গে তিনটি কূটনৈতিক জটিলতায় পড়েছেছহাসিনার নিরাপত্তা, তার দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা এবং তারেক রহমান সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান। জ্যেষ্ঠ কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এশিয়ান এইজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে অন্য কোনো দেশে সরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেছে নয়াদিল্লি। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে রাজি এমন দেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়েছে। আরেকটি বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে সরাসরি বার্তা দিয়েছে ভারত। বার্তাটি হলো, বাংলাদেশই হাসিনাকে ভারতে পাঠিয়েছিল, তাই এখন তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও বাংলাদেশের। হাসিনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোর দাবি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে নাড়এমন নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে দেশে ফেরানোর বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিতে নয়াদিল্লির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।



চীনের সঙ্গে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠতা, উদ্বেগে ভারত : এসব ঘটনার মধ্যেই চীন ৭ এর পাতায় দেখুন



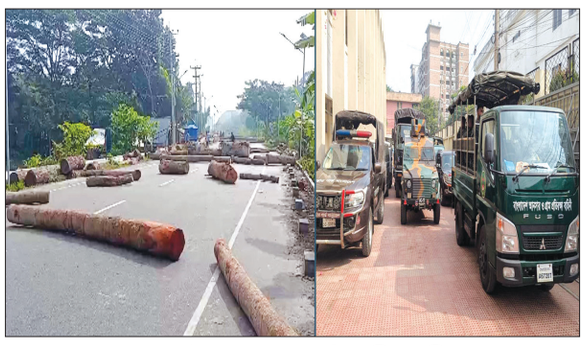
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার কেলি অ্যান একেলস-কারি।

টেকসই প্রত্যাবাসনই রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র সমাধান: শামা ওবায়েদ

স্টাফ রিপোর্টার :
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে দ্রুত ও টেকসই প্রত্যাবাসনই এই সংকটের একমাত্র কার্যকর ও স্থায়ী সমাধান। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের অংশগ্রহণে সমন্বিত ও বাস্তবায়নযোগ্য রোডম্যাপ তৈরি করা প্রয়োজন। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিয়ানমারে মানবাধিকার পরিস্থিতিবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক কেলি অ্যান একেলস-কারির সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফর শেষে এই বিশেষ প্রতিবেদক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৭ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বন্দরে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়া, অংশ নেয় সেনা-নৌবাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার :
চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সক্ষমতা যাচাইয়ে লাইভ অ্যান্টি-টেররিজম মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৮ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক জাহাজ ও বন্দর স্থাপনা নিরাপত্তা (আইএসপিএস) কোডের আওতায় এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (চবক) চেয়ারম্যানের নির্দেশনায় আইএসপিএস মনিটরিং সেলের প্রস্তুতিতে এ মহড়ার আয়োজন করা হয়। এতে বন্দরের নিরাপত্তার স্তর ১, ২ ও ৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলার অনুশীলন করা হয়। মহড়ায় ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বন্দরে অনুপ্রবেশ, অগ্নিকাণ্ড, জোরপূর্বক বন্দরে প্রবেশ, সন্দেহজনক বস্তু শনাক্ত ও বোমা নিষ্ক্রিয়করণের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। এ ছাড়া অস্ত্রসহ সন্দেহজনক যানবাহনের মাধ্যমে বন্দরে ৭ এর পাতায় দেখুন



লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে গোপালগঞ্জে থমথমে পরিস্থিতি

স্টাফ রিপোর্টার :
গত মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাতের সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর আবারও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও সদর উপজেলায়। একই সঙ্গে অন্যান্য উপজেলাতেও কখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সেই আশঙ্কায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সারা দেশে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা সর্বাত্মক লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে পুরো জেলাজুড়ে বিরাজ করছে চাপা আতঙ্ক। ওই দিন জেলার পরিস্থিতি কী হয়, তা নিয়ে সর্বত্র চলছে আলোচনা। টুঙ্গিপাড়ার স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত রোববারের (১৫ নভেম্বর) সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছিল গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে খেলার মাঠ থেকে বেশ কয়েকজন ছেলেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এ ঘটনায় শুধু নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাই নয়, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সাধারণ এলাকাবাসীও। এ ৭ এর পাতায় দেখুন

মিরপুরে নারী পোশাকশ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার :
ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে নুপুর নামের এক নারী পোশাকশ্রমিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রূপনগর থানার শিয়ালবাড়ী এলাকার ৫ নম্বর সড়কে বুধবার দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে ১টা ৫ মিনিটের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্র জানায়, দুপুরের খাবারের বিরতিতে বাসার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন নুপুর। পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় চায়নিজ কুড়াল ও রামদা দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জাহিদুল ইসলাম বলেন, "এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। পোশাক শ্রমিকের ওপর হামলার ঘটনায় সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওয়াশিংটনে 'ডার্টি বোমা' হামলার ছক ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :
যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ডার্টি বোমা' বা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে হামলার পরিকল্পনা করছে ইরান। এ হামলার সম্ভাব্য লক্ষ্য হতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার নতুন তথ্যের বরাতে সাত মার্কিন কর্মকর্তার সূত্রে এ খবর জানিয়েছে সিএনএন। তবে গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কে অবগত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আপাতত এটি সম্ভাব্য হামলার বিকল্প প্রস্তুত রাখার প্রচেষ্টা; তাৎক্ষণিক হামলার ইঙ্গিত নয়। হামলার পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট স্থান ও লক্ষ্যবস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এ তথ্য পাওয়ার পর সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে জরুরি প্রস্তুতি শুরু করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লরেন বিস এক বিবৃতিতে বলেছেন, সম্ভাব্য সব ধরনের হুমকির ওপর নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এই মুহূর্তে দেশের অভ্যন্তরে হামলার কোনো বিশ্বাসযোগ্য হুমকি নেই। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা ও অর্থনৈতিক অবরোধের চাপ বাড়তে থাকায় তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে হামলার সম্ভাবনাও বিবেচনা করছে। তবে এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা বা হামলার সিদ্ধান্ত ইরান নিয়েছে কি না, তা নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, হামলা চালানোর মতো লোকবল ইরানের প্রস্তুত রয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। গত সপ্তাহে এ হুমকি মোকাবিলায় কয়েক দফা বৈঠক করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এদিকে ইরানের হুমকির কারণে অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টকে গত সপ্তাহে



> এ হামলার সম্ভাব্য লক্ষ্য হতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার নতুন তথ্যের বরাতে সাত মার্কিন কর্মকর্তার সূত্রে এ খবর জানিয়েছে সিএনএন।

সামরিক আবাসনে সরিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্পখাতে যুক্ত

উপলক্ষে এর কেন্দ্রীয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারার জন্য সবার কাছে তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশও করেন। অর্থমন্ত্রী জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর বিষয়ে সরকারের বড় ধরনের পরিকল্পনা আছে।' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বড় গবেষণা শুরু করার আশাও তিনি প্রকাশ করেন। তার মতে, এর মাধ্যমে শিল্প, কৃষি, সামুদ্রিক খাত (মেরিন সেক্টর), ইলেকট্রিক খাত ও ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ তৈরি করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগুলোকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এলামনাই ও উপস্থিত সবাইকে মুক্ত আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ জানান তিনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক অবস্থানের প্রশংসা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, নদী, সমুদ্র ও পাহাড় ঘেরা এমন সুন্দর পরিবেশ বিশ্বের খুব কম ক্যাম্পাসেই আছে। এটিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা ও এলামনাই নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানো নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত বলেও তিনি মত দেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীন ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. সফিকুল ইসলাম। এদিন, সকাল সাড়ে ১০টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে হীরকজয়ন্তীর কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে অগ্রণী ব্যাংক মোড় ও নিরাপত্তা দপ্তরের মোড় হয়ে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ পর্যন্ত আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা শেষে ছয় দশক পূর্তির কেক কাটা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

অর্থনীতিতে এখন নিম্নচাপ চলছে

অসুবিধার মধ্যে আছেন, সেটাও সত্য। অর্থনীতিতে যে নিম্নচাপ চলছে, মেঘবৃষ্টি হচ্ছেড়এটা সবাই জানেন। কিন্তু সরকারের আচরণ কিংবা সংসদের কার্যকলাপের মধ্যে এই পরিস্থিতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডির কার্যালয়ে বুধবার (১৮ নভেম্বর) আয়োজিত 'পোশাক খাতে ন্যায্য মজুরি ২০২৬: বিবেচ্য বিষয়সমূহ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ও শ্রমসম্পর্কিত বিষয়গুলো আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখন তা ক্রমেই রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে। এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, অর্থনীতির ভেতরে যে নিম্নচাপ চলছে, তা মোকাবিলায় সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেগুলো যথাযথভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে না। এ সময় উদাহরণ হিসেবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, '২০০৯ সালের জনঅর্থায়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পরপর সরকার সংসদে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দেবে। বাজেটের পর পাঁচ মাস হয়ে গেছে। আমাদের অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন মানুষ। তিনি এখন পর্যন্ত সেই বিবৃতি দেননি। ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'অর্থমন্ত্রী যদি বাজেট বাস্তবায়ন ও অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতিড়বিনিয়োগ, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংসদে বিবৃতি দিতেন, তাহলে অর্থনীতির এই নিম্নচাপ হয়তো লঘুচাপে পরিণত হতো। একেবারে কেটে যেত, তা মনে করি না। তবে সেই লঘুচাপ আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হতো। একই সঙ্গে সরকার যেসব সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, দুর্নীতি দমন যার অন্যতম, সেগুলো বাস্তবায়ন করাও তখন সহজ হতো বলে মনে করি। সরকারের ঘোষিত সংস্কারকাজ সম্পন্ন হলে বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষি সহজ হতো বলে মন্তব্য করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'বিদেশি ক্রেতারা প্রশ্ন তোলেন, তোমাদের অবকাঠামো দুর্বল, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা দুর্নীতিগ্রস্তড় এসবের ভর্তুকি কেন আমার মতো উন্নত দেশের ক্রেতারা দেবেন? তোমরা উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করো। তৈরি পোশাকশিল্পের মতো এক খাতের ওপর দেশের অর্থনীতির অতি নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবেড়এমন মত দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'মনে রাখতে হবে, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা যে তিন বছর সময় পেয়েছি, সেখানে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো শিল্পের বৈচিত্র্য। শুধু তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভর করে আমাদের শিল্পকাঠামো গড়ে উঠবে এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ একটিমাত্র খাত থেকে আসবেড়এই অবস্থা আমরা বদলাতে চাই। বিশ্ববাসীর কাছে এ বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সিপিডির সম্মাননীয় এই ফেলো বলেন, 'মজুরি আলোচনায় যারা বলেন, ছোট কারখানাগুলো টিকে থাকতে পারবে কি না, মাঝারি কারখানাগুলোর জন্য পরিস্থিতি কঠিন হবে কি না, বড় কারখানাগুলো আরও বড় হয়ে যাবে কি না, তাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। যদি সুশাসনের অভাব থাকে, দুর্নীতি থাকে, তাহলে সেই দুর্নীতির দায় কি শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে বহন করবেন? শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দেওয়াই কি এর সমাধান? এটা কোন যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য? কোন ন্যায্যতার ভিত্তিতে এটা হতে পারে? দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'যারা সুশাসনের অভাবের কথা বলছেন, দুর্নীতির কথা বলছেন, তারাই তো রাজনীতিবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তারাই তো অর্থ দিয়ে নির্বাচনে তাদের জয়ী করেছেন। তাহলে এখন কেন তাদের কাছ থেকে দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসিত অর্থনীতি আদায় করতে পারবেন না? তিনি আরও বলেন, 'মেহনতি মানুষের মাধ্যমে আমরা দুর্নীতির ভর্তুকি দেবড়এমন ব্যবস্থা তো সমাজে চলতে পারে না।

এনআইডি সেবা দুর্নীতি ও

'এনআইডি কেন্দ্রিক যে দুর্নীতি হয়, এখান থেকে আমি মুক্তি চাই। এনআইডি কেন্দ্রিক দুর্নীতি হচ্ছে না, এমন একটা পরিবেশ চাই। কীভাবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি, সে বিষয়ে আপনারা পরামর্শ দেবেন। বুধবার সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে 'জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা কার্যক্রম : বর্তমান ও উত্তরণ' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সিইসি সেবাপ্রত্যাশীদের ভোগান্তি কমাতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত যেকোনো আবেদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকার করে আবেদনকারীকে ফিরতি বার্তা পাঠাতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যেকোনো আবেদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে বার্তা দিয়ে জানাতে হবে যে তার আবেদন পাওয়া গেছে এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে। কোনো কাগজের ঘাটতি থাকলে একগাদা কাগজপত্রের তালিকা না দিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় মৌলিক কাগজটির কথা জানানোর তাগিদ দেন তিনি। এনআইডি সেবায় নাগরিকদের হয়রানির অভিযোগে বিব্রতবোধের কথা জানিয়ে সিইসি বলেন, প্রতিদিন যখন আমি ডাক সই করি, অন্তত হাফ ডজন আবেদন থাকে এনআইডি সংক্রান্ত যে, 'আমি হয়রানির শিকার হচ্ছি, আমি আবেদন করেছি আজ থেকে ৬ মাস আগে বা ১০ মাস আগে বা এক বছর আগে, আমারটা কোনো নিষ্পত্তি হয় নাই'। তিনি বলেন, আমি চাই না পত্র-পত্রিকায় আর এই শব্দটা ব্যবহৃত হোক। সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে দোষারোপের প্রবণতা পরিহারের আহ্বান জানিয়ে সিইসি বলেন, 'যখনই আমি আমাদের লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, তখন এটা এক ধরনের ব্লেম গেম হয়ে যায়। এসএসসি সার্টিফিকেট ঠিক নাই, ওপেন ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট ঠিক নাই বা জন্মসনদ ঠিক নাই। ব্লেম গেম করে তো আমরা মানুষকে সেবা দিতে পারব না। আমাদের এমন একটা জায়গায় আসতে হবে, যেখান থেকে আর ব্লেম গেম চলবে না। মানুষকে সেবা দিতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের মূলনীতি। সব মানুষ শিক্ষিত ও ডিজিটাল জ্ঞানসম্পন্ন, এমনটা ধরে নেওয়া ভুল হবে উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, গ্রামের অনেক বয়স্ক মানুষের এনআইডি না থাকলে তারা বয়স্ক ভাতা বা ফ্যামিলি কার্ড পান না। তাই সাধারণ মানুষের সচেতনতার মাত্রা বিবেচনা করেই সমাধান খুঁজতে হবে। সঠিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে কীভাবে ঠিকভাবে আবেদন করতে হবে, সে বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন সিইসি। এই প্রচারণা কীভাবে চালানো যায়, তা ভেবে দেখতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্য চার নির্বাচন কমিশনার, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এইচ এম আনোয়ার পাশাসহ ইসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকরা এতে অংশ নেন।

একনেকে সভায় ১৬

জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম সংশোধন; ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন; সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। এ ছাড়া পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় সংশোধন এবং দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের জন্য পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চার প্রকল্প : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চারটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- দেশব্যাপী খাল, ছোট নদী ও জলাশয় খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি; জামালপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর ভাঙন প্রতিরোধ; সুগন্ধা ও সন্ধ্যা নদীর ভাঙন থেকে বরিশালের বাবুগঞ্জ ও উজিরপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা এবং মেট্রো ঢাকা প্রকল্পের আওতায় গোড়ানচটবাড়ী রিটেনশন পন্ড ও তুরাগ নদী সুরক্ষা ও সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প : কৃষি মন্ত্রণালয়ের জয়পুরহাট, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঢাকা এলাকায় কর্মকর্তাদের আবাসিক সমস্যা নিরসনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পও অনুমোদিত হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দু'টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে- জয়পুরহাট সড়ক বিভাগের তিনটি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং মোকামতলা-কালাই-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। দ্বিতীয় প্রকল্পে সার্ভিস লেন নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫০ কোটি টাকার কম ব্যয়ের ১৪ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ : সভায় পরিকল্পনামন্ত্রীর ইতোমধ্যে অনুমোদিত ৫০ কোটি টাকার কম ব্যয়ের ১৪টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেককে অবহিত করা হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে- কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় আর্চি ও বুড়ি নদী পুনঃখনন, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন, জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জে দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প। এ ছাড়া টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সক্ষমতা জোরদার এবং মিরকাদিম গরুর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পও এ তালিকায় রয়েছে। রাজশাহী বিভাগের জলবায়ু সহনশীল মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো কংক্রিট ও বেইলি সেতুর স্থলে নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণ প্রকল্পও এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিটকের উচ্চগতির মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প সম্পর্কেও সভায় অবহিত করা হয়। সভায় মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবেগণ সভায় অংশ নেন।

এমপিদের নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার

আলোচনা হয়। পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তদারক, নেতাকর্মীদের পাশে থাকা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতি আনতে সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের

রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সকালে গাজীপুর মহানগরীর ছয়দানা এলাকায় কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা ছয়দানা ও হাড়িকেন এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, মালেকের বাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এ সময় একটি গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এদিকে, শ্রীপুরের নতুন বাজার এলাকার এস এম নীট ওয়্যার, বাঘের বাজারের গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস এবং ভবানীপুরের ফকিরা গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ রেখে উৎপাদন ফ্লোরে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছেন। বাঘের বাজার এলাকার জেএল পোশাক কারখানায় সকাল ১০টার দিকে ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করলেও তারা মহাসড়কে অবস্থান নেননি বলে জানা গেছে। গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) আমজাদ হোসাইন বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। শ্রমিক আন্দোলনের কারণে বুধবার সকালে ১০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর গতকালের তথ্য অনুযায়ী, ৩৯টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে গাজীপুরের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পোশাকশ্রমিকেরা আন্দোলন করে আসছেন। মঙ্গলবার মহানগরীর কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, চান্দনা চৌরাস্তা, জরুন, নাওজোড়, ছয়দানা, ভোগড়া এবং শ্রীপুরের ২ নম্বর সিএন্ডবি ও আপাডা এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠলে সংঘর্ষ, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহারের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় পুলিশ, পোশাকশ্রমিক ও সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার পর জেলার ৭০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হলো। এই কমিশন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করবে। এটি বিদ্যমান সহযোগিতার পর্যালোচনা এবং দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করার সুযোগ অনুসন্ধানের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উভয় পক্ষ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নিজ নিজ সরকারের সামনে থাকা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উভয় দেশের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও তারা মতবিনিময় করেন। মন্ত্রীরা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়ের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা জোরদারে এর গুরুত্ব স্বীকার করেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা এবং আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য উচ্চপর্যায়ের ধারাবাহিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। হুমায়ুন কবিরের শ্রীলঙ্কা সফরের সময় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়, যা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার এবং সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

নাশকতার আশঙ্কা, টার্গেটে

ঘিরে এমন কোনো পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে কি না, কোথায় লোকজন জড়ো করা হবে কিংবা কারা সমন্বয় করছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি কর্মকর্তারা। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব তথ্য যাচাই করছে। গোপালগঞ্জ ও আশপাশের জেলার পরিস্থিতি নিয়েও বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, সড়ক ও নৌপথে নাশকতা চালিয়ে গোপালগঞ্জসহ চারটি জেলাকে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অবরোধ, যানবাহনে আগুন এবং যোগাযোগব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন পরিস্থিতি তৈরির পরিকল্পনার তথ্য পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। গোপালগঞ্জে সাম্প্রতিক সহিংসতার ধারাবাহিকতায় পুলিশের স্থাপনা ও যানবাহনে হামলার ঘটনাও নিরাপত্তা পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। এ কারণে রাজধানীর পাশাপাশি গোপালগঞ্জ এবং আশপাশের জেলাগুলোর প্রবেশপথ, সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে বাড়তি নজরদারির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর রাতে পাটগাতী বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ব্যাংকের ভেতরে থাকা আসবাব, নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগে একই এলাকায় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ এবং ব্যাংকের সামনে হামলার ঘটনাও ঘটে। ওই দিন গোপালগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক কার্যালয়, নেতাকর্মীদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কারণ, গোয়েন্দা সূত্রের আশঙ্কা অনুযায়ী, সম্ভাব্য নাশকতার লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় শুধু সরকারি স্থাপনা নয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানও থাকতে পারে। এর দুই দিন পর মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। অগ্নিসংযোগে অংশ নেওয়া দলটির কয়েকজন নেতাকর্মীর ফেসবুক লাইভ থেকে দেখা যায়, কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তারের পর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা থানার সামনে জড়ো হন। পরে তারা থানায় হামলা চালিয়ে ভবনের বিভিন্ন অংশ ও প্রাঙ্গণে থাকা যানবাহনে আগুন দেন। হামলাকারীরা আটক ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নিয়ে যান বলেও খবর পাওয়া গেছে। থানার আগ্নেয়াস্ত্র লুটের খবরও কয়েকটি সূত্রে এসেছে। গত কয়েক দিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস ও অন্যান্য যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, ককটেল বিস্ফোরণ এবং পুলিশের স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটছে। ৭ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনে সারা দেশে ৪৯টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং ৫৯টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানিয়েছে। এসব ঘটনায় ৩৩টি মামলা হয়েছে এবং ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় পুলিশের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুটি পুলিশ স্থাপনাও ককটেল হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। এর আগে এক পর্যায়ে তিন দিনে ১৯টি বাসে আগুন এবং ২৭টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের তথ্যও জানিয়েছিল পুলিশ। এসব ঘটনার মধ্যে রাজধানী ও আশপাশের এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার ঘটনা রয়েছে। পুলিশের ধারণা, ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় বা পরিকল্পিত যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় কারা জড়িত এবং ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলোকে ডিসেম্বর ঘিরে সম্ভাব্য নাশকতার আশঙ্কার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাও আলোচনায় এসেছে। গত ৯ নভেম্বর তার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে আবেদন করার খবর প্রকাশিত হয়। শেখ হাসিনা ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। তার বিদ্যমান ভ্রমণ নথি বাতিল হওয়ায় নতুন নথি চাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে দেশে ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডিসেম্বর মাসে শেখ হাসিনার দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দিচ্ছেন। এসব ঘোষণাকে ঘিরে দেশের ভেতরে দলটির নেতাকর্মীদের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চলছে কি না, তা নজরদারিতে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশ সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরজুড়ে দেশে বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে পুলিশ তথ্য পাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের নিরাপত্তা ও অভিযান পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সাইবার জগৎ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায় এ

বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত বায়ুর

সহনীয় ধরা হয়। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে বায়ু 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা 'দুর্যোগপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়।

শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তায় চার জেলায়

করছেন ১৫ প্লাটুন বিজিবি সদস্য। নারায়ণগঞ্জের শিবু মার্কেট, কাঠেরপুল, জালকুড়ি, বিসিক শিল্পনগরী, চাষাঢ়া মোড়, কাচপুর ব্রিজ ও শিমরাইল এলাকায় সাত প্লাটুন এবং ময়মনসিংহের ভালুকা ও ত্রিশালে দুই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শিল্পাঞ্চলের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবি সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করছেন। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা সর্বোচ্চ সতর্কতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখছেন। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদান ও কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিজিবি সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এ জন্য ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও ইমপ্রোভাইজড ডিভাইসের মাধ্যমে ধারণ করা সরাসরি ভিডিও ফুটেজ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

প্রতিটি শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যৎ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় 'ইভ্যাক প্লেজ' উপস্থাপন করে মন্ত্রী জানান, দেশের আটটি বিভাগের শিশু, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারি অংশীজনদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে এই অঙ্গীকারনামা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেখানে শিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা নির্মূলে সাতটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। সাতটি অগ্রাধিকার খাত তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, প্রথমত, শক্তিশালী শিশু সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুমুখী সমন্বয় ব্যবস্থা এবং শিশুদের কল্যাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন, সমন্বয় ও অর্থায়ন জোরদার করা হবে। দ্বিতীয়ত, সহিংসতা ও ক্ষতিকর প্রথা থেকে শিশুদের অধিকতর সুরক্ষা প্রদানে শিশু আইন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংস্কারসহ প্রচলিত আইন ও নীতিমালা আরও শক্তিশালী করা হবে। তিনি বলেন, তৃতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে 'পজিটিভ প্যারেন্টিং' কর্মসূচি গ্রহণ এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের 'আনন্দের সাথে শিক্ষা' রূপকল্প বাস্তবায়নকে এগিয়ে নেবে। চতুর্থ অগ্রাধিকার খাত প্রসঙ্গে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, মনোসামাজিক সহায়তা এবং সমাজসেবায় জনবল বৃদ্ধিসহ শিশু সুরক্ষা ও সহায়তা সেবাসমূহ আরও শক্তিশালী করা হবে। মন্ত্রী বলেন, পঞ্চমত, অনলাইনে সহিংসতা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ জরুরি অবস্থা এবং ডিজিটাল পরিসরে শিশুদের সুরক্ষা জোরদার করা হবে। ষষ্ঠত, অগ্রগতি ও ফলাফল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে শিশু সুরক্ষায় তথ্য ব্যবস্থা, উপাত্ত সংগ্রহ এবং জবাবদিহিতা কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। সর্বশেষ অগ্রাধিকার, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে প্রতিটি শিশু নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং সব ধরনের সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকবে। বিশ্বের ১২৯টি দেশের ৬৬ মন্ত্রী ও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা ও প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মী এবং দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাইকের বেপরোয়া গতিতে

হারিয়ে ফেলছে। এ ছাড়া অনেক অভিভাবক সন্তানের আবদার মেটাতে বয়স ও দক্ষতা যাচাই না করেই উচ্চ সিসির মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন, যা বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলছে। সড়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু জরিমানা দিয়ে এই প্রবণতা থামানো সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ, পারিবারিক নজরদারি এবং তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মুহাম্মদ রায়হান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সবার ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা প্রয়োজন। গণমাধ্যম, সুধীসমাজ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, এনজিও, ছাত্রসমাজ, যাত্রী, চালক ও পথচারীসহ সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণসচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বগুড়া সদর ট্রাফিক বিভাগের ইনচার্জ টিআই (প্রশাসন) মো. সালেকুজ্জামান খান বলেন, ত্রুটিপূর্ণ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার, হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো, বাস ও ট্রাকে অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, ট্রাফিক আইন অমান্য, চালকদের অদক্ষতা ও অসতর্কতা এবং পথচারীদের অসচেতনতা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানো গেলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

মাতারবাড়ি চুক্তি প্রকাশের দাবি

বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'আমাদের এই সংসদ আমরা বারবারই বলে আসছি, এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সংসদ। এটি মজলুমদের সংসদ, মজলুমের পক্ষের সংসদ। এটি ফ্যাসিবাদবিরোধী সংসদ, সন্ত্রাসবিরোধী সংসদ, আধিপত্যবাদবিরোধী সংসদ। এই সংসদের প্রতিষ্ঠা কমপক্ষে ১ হাজার ৪০০ শহীদের তাজা রক্তের ওপর। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা আরও বেশি। তিনি বলেন, সাড়ে ১৫ বছরে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। অনেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, কাস্টডিয়াল টর্চার ও আয়নাঘরের মতো ঘটনার শিকার হয়েছেন। অজানা জায়গায় গুম হয়ে এখনো অনেকে ফিরে আসেননি। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এই সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদী লুনার স্বামী সিলেটের জনপ্রিয় জননেতা ও সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীর খোঁজ আজও তার পরিবার, সহকর্মী, দল ও বন্ধুবান্ধব কেউ জানেন না। শুধু ইলিয়াস আলী নন, এ রকম হাজারও মানুষের খোঁজ তাদের পরিবার এখনও পায়নি। তারা জীবিত না মৃত, সেটিও জানেন না স্বজনরা। সংসদ অধিবেশন চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার প্রসঙ্গ তুলে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, গত কয়েক দিন ধরে সারা দেশে পতিত ও পলাতক দোসরদের পক্ষ থেকে ব্যাপক নাশকতা দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সরকারের পদক্ষেপ, দৃশ্যমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংসদে তুলে ধরার প্রত্যাশা ছিল।

আদালত থেকে বের হওয়ার

১০টায় আদালতে আসেন বিচারক ফারহান নাদিম। বিচার কার্য সম্পন্ন করে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হন। যথারীতি তার বাসায় যাওয়ার কথা। কিন্তু রাত ১০টায় তার স্ত্রী আদালতে তার সহকর্মী বিচারকদের কাছে ফারহানের অবস্থান জানতে চান। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে তার সন্ধান না পেয়ে বিষয়টি সবাইকে জানান। এ ঘটনায় বুধবার বিকালে কোতোয়ালি মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন জেলা জজ আদালতের নাজির মাইনুল হাসান। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাসেল সিকদার বলেন, গতকাল মঙ্গলবার আদালতের কার্যক্রম শেষ করে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন স্যার (বিচারক শেখ ফারহান নাদিম)। এরপর নগরীর ব্রাউন কম্পাউন্ড এলাকার ভাড়ায় বাসায় ফেরেন তিনি। কিন্তু ওই দিন তিনি আর বাসায় ফেরেননি। রাত ১০টায় স্যারের স্ত্রী মোবাইল করে তার সহকর্মী বিচারকদের বিষয়টি জানান। এরপর তার সন্ধানে নামেন বিচারক থেকে শুরু করে আদালত সংশ্লিষ্টরা। এমনকি বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়। বরিশাল মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ওসি মনিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আদালতের কার্যক্রম শেষ করে মঙ্গলবার বিকালে রিকশাযোগে বের হন বিচারক শেখ ফারহান নাদিম। তিনি নগরীর সদর রোডের একটি পোশাকের শোরুমে যান। সেখান থেকে গির্জা মহল্লা রোডের জামে কসাই মসজিদে এশার নামাজ আদায় করেন। রাত ১০টার দিকে নগরীর বাংলাবাজার এলাকায় দেখা যায় তাকে। এরপর তার আর অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, গতকাল রাত থেকেই বিচারকের অবস্থান শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে। এমনকি নগরীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেল এবং হাসপাতালেও তার সন্ধান চালানো হয়। ওসি বলেন, গতকাল বিকাল ৫টায় বিচারকের ব্যবহৃত মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারনে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে কোনও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। তারপরও তার সন্ধানে আমাদের চেষ্টা চলছে।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক

বিবাদীর প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে সমন/নোটিশ

জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ১, ঢাকা। অর্থঋণ মোকদ্দমা নং-৪০০/২০২৬

Lanka Bangla Finance PLC, Head Office at Safura Tower (Level-11),20, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213. Represented by its Authorized Officer Mr. Md. Omar Faruk, Son of Md Abdul Aziz and Fatema, Senior Officer, aged about 30 years, Mobile no. 01325099622. .....PLAINTIFF

-Versus-

1. **Mr. Abdul Jalil Miah (Borrower),** Son of Abdul Motin & Amena Begum, Proprietor of M/S, Zihad Plastic, Business Address: Gotatikor, Behind Sunderbon Center, Zakigonj Road, Sylhet, Present Address: House-42, Swarneshikha, Kadomtali, Sylhet Sador, Sylhet. Permanent Address: House-Khandoker Bari, Village: Nilkhi Purbo, Post-Champ-poknagor-3546, P.S-Homna, District-Cumilla.
2. **Mst. Mahfuza Akter (Guarantor),** Wife of Abdul Jalil Miah, Daughter of Md. Motiur Rahman&Jahnara Begum, Present Address: House-42, Swarneshikha, Kadomtali, Sylhet Sador, Sylhet. Permanent Address: House-Khandoker Bari, Village: Nilkhi Purbo, Post-Champpoknagor-3546, P.S-Homna, District-Cumilla.
3. **Mr. Md. Mostafa Sarker (Guarantor),** Son of Abdul Jalil Sarker&Shahina Begum, Present address: Gotatikor, Near Bhuiyan Factory, Kadomtali, Zakigonj Road, Sylhet. Permanent address: House-Baro Choker Bari, Village: Dori Masimpur, Post-Masim-pur-3547, P.S- Titash, District-Cumilla. .....DEFENDANTS

এতদ্বারা আপনি/আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, বাদী প্রতিষ্ঠান আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে ৩১/০৮/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাওনা **২০,৮২,৫৭৬.৬৭/-(বিশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর দশমিক ছয় সাত) টাকা,** মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ/মুনাফা আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমায় ধার্য্য **আগামী ৩০/১১/২০২৬ ইং** তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় আপনি/ আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

সময়মতো সব বই পাবে

বই নিয়ে এখনও কাজ চলছে। ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ বই পৌঁছানোর ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তবে এখনই যথাযথ তদারকি ও পিছিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিলে ডিসেম্বরের মধ্যে সরবরাহ সম্ভব। তিনি বলেন, "ছাপাখানা থেকে সরবরাহের চালান তৈরি হওয়া আর বাস্তবে বই মাঠপর্যায়ে পৌঁছানো এক বিষয় নয়। তাই এনসিটিবির সরবরাহের পরিসংখ্যান যাচাই করা প্রয়োজন। অতীতেও ডিসেম্বরের মধ্যে বই পৌঁছানোর তথ্য দেওয়া হলেও বাস্তবে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত সরবরাহ চলেছে"। এসব পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তোফায়েল খান। তার অভিযোগ, ছোট ও মাঝারি কিছু প্রতিষ্ঠান ভালো মানের বই সরবরাহ করলেও কয়েকটি প্রভাবশালী বড় প্রতিষ্ঠানের কাগজ ও মুদ্রণের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠানের কাগজের গ্রামেজ ঠিক থাকলেও সামগ্রিক মান সন্তোষজনক নয়। অভিযোগ থাকলেও এনসিটিবির কার্যকর পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয় বলে দাবি করেন তিনি। তার ভাষায়, 'এখনই উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে বইয়ের মান তদারকি করা উচিত।' কারণ শেষ মুহূর্তে সরবরাহের চাপ তৈরি হলে মান যাচাইয়ের সুযোগ কমে যায়।

সংশোধন হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণির আইসিটি বই : এদিকে ষষ্ঠ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বইয়ের বিতর্কিত বিষয়বস্তু সংশোধনের কাজও চলছে। এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু নাসের টুকু জানান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই ফিরিয়ে এনে সংশোধন করা হচ্ছে। পিডিআই এজেন্ট ও এনসিটিবির মনিটরিং টিমের উপস্থিতিতে সংশোধিত বই পরীক্ষা করে প্রত্যয়ন দেওয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। তার দাবি, এ কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বাকি অংশও দু-এক দিনের মধ্যে শেষ হবে।

সব বই একসঙ্গে না পেলে শিখন ঘাটতির আশঙ্কা : এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছরের শুরুতে সব বই একসঙ্গে না পেলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ধারাবাহিকতা ও শেখার আগ্রহ ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, "বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ দীর্ঘদিন ধরে একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সব বই একসঙ্গে না পেলে সেই উৎসবের আমেজ নষ্ট হয়, আগ্রহ কমে এবং পড়াশোনায় ছন্দপতন ঘটে। বছরের পর বছর একই সংকট চলা কাঠামোগত ব্যর্থতার লক্ষণ। এর পেছনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকা রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বলেন, "দীর্ঘ বিলম্বে শিখন ঘাটতি বাড়ে। বই না পেয়ে প্রান্তিক পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানকে কাজে যুক্ত করতে পারেন, বাড়ে ঝরে পড়ার ঝুঁকি। দুই-তিন মাসের বিলম্বের ক্ষতি শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেউই পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন না। শিক্ষার্থীরা অপূরণীয় শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী স্তরে যায়। তাই সময়মতো সব শিক্ষার্থীর হাতে নির্ভুল ও মানসম্মত বই পৌঁছানো খুবই জরুরি"।

বিশ্ববাজারে সোনার দামে

প্রত্যাশা সোনার দামের ওপর চাপ তৈরি করছে। ডলারের বিনিময় হার ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি থাকায় অন্যান্য মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য স্বর্ণ কেনা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে ফেড কর্মকর্তাদের সুদের হার বাড়ানোর ইঙ্গিতও বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। নিউইয়র্ক ফেডের প্রেসিডেন্ট জন উইলিয়ামস বলেছেন, মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আবারও সুদের হার বাড়াতে হতে পারে। সেন্ট লুইস ফেডের প্রেসিডেন্ট আলবার্তো মুসালেমও আগামী বসন্তের মধ্যে আরও কয়েক দফা সুদের হার বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছেন। বাজার বিশ্লেষকদের হিসাবে, আগামী ডিসেম্বরে সুদের হার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর সম্ভাবনা ৯৭ দশমিক ৮ শতাংশ। ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর সম্ভাবনা মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ। সাধারণত সুদের হার বাড়লে সোনার মতো মুনাফাবিহীন সম্পদে বিনিয়োগের আকর্ষণ কমে যায়। কারণ, তখন সুদ পাওয়া যায় এমন সম্পদে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ে। এদিকে ফেডের ২৭ ও ২৮ অক্টোবরের মুদ্রানীতিবিষয়ক বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। বুধবার গ্রিনিচ মান সময় সন্ধ্যা ৭টায় এটি প্রকাশের কথা রয়েছে। বাইবিটের প্রধান বাজার বিশ্লেষক হান তানের মতে, এই কার্যবিবরণীতে ফেড কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ সুদের হার নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। সোনার পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর দামও কমেছে। স্পট মার্কেটে রুপার দাম ৩ দশমিক ৫ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৪৫ ডলার ৭৫ সেন্টে নেমেছে। প্লাটিনামের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ, দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৭৮ ডলার ৩১ সেন্টে। অন্যদিকে প্যালাডিয়ামের দাম ২ দশমিক ৭ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৯৪৪ ডলার ৭৫ সেন্টে দাঁড়িয়েছে।তবে বিশ্ব প্লাটিনাম বিনিয়োগ পরিষদ জানিয়েছে, বার ও কয়েনের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহার কমে যাওয়ায় আগামী বছর বিশ্ববাজারে প্লাটিনামের সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের

পদ্ধতি সম্পর্কে পারস্পরিক ধারণা লাভ এবং ভবিষ্যতে সংসদীয় সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এবং যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে ডেপুটি স্পিকার ক্যারোলিন নোকস এমপি পরস্পরকে স্মারক উপহার প্রদান করেন।

বিরোধী দলকে 'লংমার্চ টু টুঙ্গিপাড়া'

জ্বালানি, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, আইনি, পুলিশি ও শিক্ষাসেবা সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সামনে হয়তো নিত্যপণ্যের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যাবে এবং শপিং মল ও দোকানপাট খোলা রাখতে সাহস করবেন না ব্যবসায়ীরা। এভাবে চলতে থাকলে টুঙ্গিপাড়ায় নেমে আসবে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের ন্যায় ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ! তখন টুঙ্গিপাড়ার লোকজন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের খামচে ধরবে এবং বলবে যে ভাত দে হারামজাদা, নইলে তোদের শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন শেষ করবো! তিনি লেখেন, বিএনপি সরকার কোনো হতাহতে বিশ্বাস করে না। গুম, খুন, ক্রসফায়ার ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিএনপি দীর্ঘ ১৬ বছর সংগ্রাম করেছে। যে কারণে টুঙ্গিপাড়ার পরিস্থিতি ধৈর্য ধরে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় সেখানকার সাধারণ মানুষকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় এ এলাকার মানুষ চিরস্থায়ী সমাধান পাবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এনসিপির নেতাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর এপিসিতে উদ্ধার করে আনতে গিয়েও হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু বছর বছর হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে কোনো চিরস্থায়ী সমাধান করা যাবে না। তিনি আরও লেখেন, এ জন্য টুঙ্গিপাড়ার মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে সমাধান খুঁজতে হবে। তাদের পেটে বেশি করে টান লাগলে তারা বুঝবে যে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের নাশকতা বন্ধ করা দরকার। অন্যথায় টুঙ্গিপাড়ায় সরকার কঠোর হস্তে আওয়ামী নাশকতা দমন শুরু করলে যদি কোনো ক্রমে হতাহতের ঘটনা ঘটে, সেটাকে পুঁজি করে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে রাজনীতি করা হবে যে আবারও বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। বিএনপি সরকার সেই দায় নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না। আওয়ামী নৈরাজ্যকে ধৈর্য ধরে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। বিরোধী দল বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে লং মার্চতো বহু করল, এবার হয়ে যাক না লং মার্চ টু টুঙ্গিপাড়া কর্মসূচির ঘোষণা। আমিও এ কর্মসূচিকে সাধুবাদ ও সমর্থন জানাব, ইনশাআল্লাহ বলেও লেখেন রাশেদ খাঁন।

হাসিনাকে ঘিরে চলছে বাংলাদেশ

মধ্যেই চীন, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগী হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিষয়টি নয়াদিল্লির উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের সামরিক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, সীমান্ত নিরাপত্তা, যৌথ সামরিক মহড়া এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তা এখন দুই দেশের সামরিক যোগাযোগের পথে আর বাধা হয়ে থাকছে না। ফলে বাড়তি চাপের মুখে পড়েছে ভারতের কূটনৈতিক প্রশাসন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রিকে কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুজরাটি থেকে বাঙালি হওয়া ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন বলে সূত্রের দাবি। এই লড়াইয়ের গুরুত্ব অনেক। এটি এক ধরনের 'ছায়াযুদ্ধ'যেখানে গুলি নেই, ঘোষিত কোনো শত্রু নেই; কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ শক্তির ভারসাম্য নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা।

টেকসই প্রত্যাবাসনই রোহিঙ্গা

সাক্ষাৎ করেন। এ সময় কক্সবাজারে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতা জানতে চান শামা ওবায়েদ। জবাবে বিশেষ প্রতিবেদক রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তার মতবিনিময় এবং সামগ্রিক মানবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তায় ঘাটতি বাড়ছে। পাশাপাশি সংকটের স্থায়ী সমাধান নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। বৈঠকে মিয়ানমারের অবনতিশীল পরিস্থিতি, বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা ও নতুন করে বাস্তুচ্যুতির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা, নির্বিঘ্নে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। শামা ওবায়েদ বলেন, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সংকটের মূল কারণ মোকাবিলায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) আসন্ন রায়ের বিষয়েও বাংলাদেশের আগ্রহের কথা জানান তিনি। তার মতে, এ রায় ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকের দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

চট্টগ্রাম বন্দরে সন্ত্রাসবিরোধী

প্রবেশের চেষ্টার বিষয়টিও অনুশীলন করা হয়। মহড়ার শেষ পর্যায়ে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর কমান্ডো দল সোয়াডস এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় কনটেইনার ইয়ার্ডে আত্মগোপনকারী অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও আটক করার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। মহড়ায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর অগ্নিনির্বাপণ দল, সোয়াডস, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা অংশ নেন। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, এ মহড়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়, দ্রুত সিদ্ধান্ত

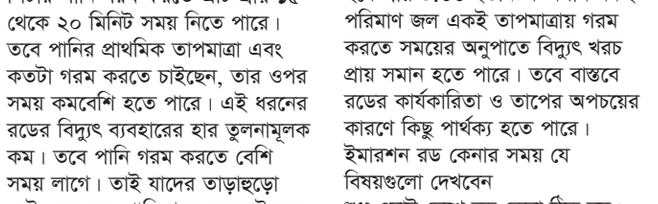
সম্পাদকীয়

সন্ত্রাস চোরাগোপ্তা হামলা অব্যাহত

কঠিন আইনি পদক্ষেপ দরকার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাস, অরাজকতা ও ভাঙচুর অব্যাহত রয়েছে। গত মঙ্গলবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে আসামি ছিনিয়ে নেয়া এবং একজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সারা দেশে চোরাগোপ্তা হামলার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে তারা। দলটির নাশকতা রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করছে। সরকার এর মোকাবেলায় নমনীয়তা দেখাচ্ছে। গত রোববার গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ জমায়েত করে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরকারি স্থাপনায় হামলা, বিএনপি নেতাকর্মীদের অফিস ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। টুঙ্গিপাড়ায় কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হলে তাদের ছাড়াতে মঙ্গলবার থানা পুলিশকে ১০ মিনিটের আলটিমেটাম দেয় তারা। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিভিন্ন ইউনিয়নের তিন শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশ হেফাজতে থাকা ১০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে ছিনিয়ে নেয়। রাত পৌনে ৯টার দিকে তাদের একটি দল টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য এস এম জিলানীর বাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই দিনে ফরিদপুরের ভাঙায় কৃষক দলের এক নেতাকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। গতকাল বুধবার ভোরে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় বাসস্ট্যান্ডে থাকা একটি বাসে আগুন দিলে বাসের হেলপার দগ্ধ হয়ে মারা যান। পুলিশ সদর দফতর জানাচ্ছে, দেশে ৭ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনে ৪৯টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ৫৯টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতদুই দিনে চোরাগোপ্তা হামলা অনেক বেড়েছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আওয়ামী লীগ চুপসে গিয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের সব কার্যক্রম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সরকারি দলের কাছ থেকে ছাড় পায়। এখন তারা দেশে বেপরোয়া সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সন্ত্রাসের উসকানি আসছে দেশের বাইরে থেকে। পালিয়ে থাকা দলটির নেতারা সরাসরি নির্দেশনা দিচ্ছেন কোথায় কোথায় হামলা করতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে তাদের গোপন আলাপের অডিও ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে তারা স্পষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের এসব সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর আরো সক্ষমতা প্রত্যাশা করে দেশবাসী। দুর্ভাগ্য হলোড় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আটক হয়েছেন নিষিদ্ধ দলটির সাথে যোগসাজশের জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেড় পুলিশের বড় একটি অংশকে নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। অথচ সময়মতো উদ্যোগ নিলে আইনশৃঙ্খলা কাঠামো থেকে ফ্যাসিস্টের সমর্থকদের বের করা যেত। পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গেছে তা মোকাবেলায় সরকার একা যথেষ্ট নয়। দরকার সব দল ও শান্তিকামী জনগণের ঐক্য। মোট কথা, বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। পালিয়ে যাওয়া দলের পাশাপাশি বৃহত্তম প্রতিবেশী এই অস্থিরতা তৈরিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। বিগত সাড়ে ১৫ বছরের শাসন এবং জুলাইয়ে দেড় হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডই যথেষ্ট। এই সন্ত্রাস দমনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে বিচারকে বেগবান করতে হবে। সময়মতো বিচারকাজ সম্পন্ন করা গেলে এমন লাগামহীন সন্ত্রাস করার সাহস পুনরায় তারা পেত না।

পুলিশ সদর দফতর জানাচ্ছে, দেশে ৭ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনে ৪৯টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ৫৯টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।



কত ওয়াটের ইমারশন রড কিনলে বিদ্যুৎ খরচ কম?

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :

শীত এলেই অনেকের বাড়িতে গরম পানির প্রয়োজন বেড়ে যায়। বিশেষ করে সকালে গোসলের জন্য পানি গরম করতে ওয়াটার হিটার বা ইমারশন রডের ওপর নির্ভর করেন অনেকে। বাজারে ১০০০, ১৫০০ ও ২০০০ ওয়াটের বিভিন্ন মডেল পাওয়া যায়। কিন্তু কোনটি আপনার জন্য উপযুক্ত? বেশি ওয়াটের রড কিনলেই কি বিদ্যুৎ খরচ বেশি হবে? নাকি কম ওয়াটের রড ব্যবহার করাই সাশ্রয়ী? কেনার আগে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি।

১০০০ ওয়াটের ইমারশন রড কাদের জন্য?

পরিবারে সদস্য কম হলে কিংবা অল্প পরিমাণ পানি গরম করার প্রয়োজন হলে ১০০০ ওয়াটের ইমারশন রড বেছে নিতে পারেন। সাধারণত ১৫ থেকে ২০ লিটার পানি গরম করতে এটি প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় নিতে পারে। তবে পানির প্রাথমিক তাপমাত্রা এবং কতটা গরম করতে চাইছেন, তার ওপর সময় কমবেশি হতে পারে। এই ধরনের রডের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার তুলনামূলক কম। তবে পানি গরম করতে বেশি সময় লাগে। তাই যাদের তাড়াহুড়ো নেই এবং অল্প পানি গরম করলেই চলে, তাদের জন্য এটি সুবিধাজনক হতে পারে। কেনার আগে অবশ্যই রডটির প্লাগ ও সকেটের বৈদ্যুতিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

১৫০০ ওয়াটের রড কেন জনপ্রিয়?

পরিবারের সদস্য বেশি হলে কিংবা প্রতিদিন এক বালতি পানি গরম করার প্রয়োজন হলে ১৫০০ ওয়াটের ইমারশন রড ভালো বিকল্প হতে পারে। ১০০০ ওয়াটের তুলনায় এটি দ্রুত পানি গরম করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এক বালতি পানি গরম করতে প্রায় ৮ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগতে পারে।

সকালে অফিস বা স্কুলে যাওয়ার আগে দ্রুত পানি গরম করার প্রয়োজন হলে এই ধরনের রড কাজে আসে। তবে কত সময়ে পানি গরম হবে, তা নির্ভর করে বালতির আকার, পানির পরিমাণ, প্রাথমিক তাপমাত্রা এবং কাঙ্ক্ষিত উষ্ণতার ওপর।

কখন কিনবেন ২০০০ ওয়াটের রড?

যাদের দ্রুত বেশি পরিমাণ জল গরম করার প্রয়োজন, তারা ২০০০ ওয়াটের ইমারশন রড বিবেচনা করতে পারেন। বিশেষ করে ঠান্ডা অঞ্চলে পানির তাপমাত্রা অনেক কম থাকলে বেশি ক্ষমতার রড তুলনামূলক দ্রুত কাজ করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বড় বালতির পানি গরম করতে প্রায় ৫ থেকে ৭ মিনিট লাগতে পারে।

তবে এই রড কেনার আগে বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ২০০০ ওয়াটের রডের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতার সকেট, প্লাগ ও তার প্রয়োজন। সাধারণ ৬ অ্যাম্পিয়ারের সকেটে জোর করে এমন রড ব্যবহার করলে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হয়ে সকেট বা তার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই উপযুক্ত ১৫ অ্যাম্পিয়ারের সকেট এবং নিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিত না করে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

বেশি ওয়াট মানেই কি বেশি বিদ্যুৎ বিল?

অনেকের ধারণা, ২০০০ ওয়াটের রড ব্যবহার করলে ১০০০ ওয়াটের তুলনায় বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুণ হবে। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। বিদ্যুৎ খরচ নির্ভর করে রড কতক্ষণ চালানো হচ্ছে এবং কতটুকু পানি কতটা গরম করা হচ্ছে, তার ওপর।

উদাহরণ হিসেবে, ১০০০ ওয়াটের রড ২০ মিনিট চালালে প্রায় ০.৩৩ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে। অন্যদিকে, ২০০০ ওয়াটের রড ১০ মিনিট চালালেও খরচ হবে প্রায় ০.৩৩ ইউনিট। অর্থাৎ একই পরিমাণ জল একই তাপমাত্রায় গরম করতে সময়ের অনুপাতে বিদ্যুৎ খরচ প্রায় সমান হতে পারে। তবে বাস্তবে রডের কার্যকারিতা ও তাপের অপচয়ের কারণে কিছু পার্থক্য হতে পারে।

ইমারশন রড কেনার সময় যে বিষয়গুলো দেখবেন

শুধু ওয়াট দেখে রড কেনা ঠিক নয়। এর মান, নির্মাণসামগ্রী ও নিরাপত্তাব্যবস্থাও যাচাই করা প্রয়োজন। খুব কম দামের নিম্নমানের রড দ্রুত নষ্ট হতে পারে। আবার বৈদ্যুতিক নিরোধক ও সুরক্ষাব্যবস্থা ঠিক না থাকলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। তাই পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডের পণ্য বেছে নিন। রডের গায়ে ব্যবহৃত উপাদান, বৈদ্যুতিক নিরোধক, প্লাগের মান, ওয়ারেন্টি এবং নিরাপত্তা সনদ আছে কি না, তা দেখে নিন। কপার বা নিকেল প্লেটিং করা হিটিং এলিমেন্টের কথা অনেক পণ্যে উল্লেখ থাকে। তবে শুধু উপাদানের নাম দেখে নয়, সামগ্রিক গুণমান ও প্রস্তুতকারকের তথ্য যাচাই করেই কিনুন। ব্যবহারের সময় কয়েকটি সতর্কতাও জরুরি। রড চালু থাকা অবস্থায় কখনো পানিতে হাত দেবেন না বা পানি স্পর্শ করবেন না। প্রথমে রডটি পানিতে ডুবিয়ে তারপর বিদ্যুৎ সংযোগ দিন। বন্ধ করার পর প্লাগ খুলে রড ঠান্ডা হতে দিন, তারপর পানি থেকে তুলুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন এবং ভেজা হাতে প্লাগ ধরবেন না। অল্প পানি গরম করতে ১০০০ ওয়াট, নিয়মিত এক বালতি পানি গরম করতে ১৫০০ ওয়াট এবং দ্রুত বেশি পানি গরম করার প্রয়োজন হলে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ সাপেক্ষে ২০০০ ওয়াটের রড বেছে নিতে পারেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিজের প্রয়োজনের পাশাপাশি বাড়ির বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পঞ্চম বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৬

সুদের হার সামনে আরো কিছুটা কমানোর চেষ্টা করা হবে

মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এর পেছনে বিনিময় হার থেকে মূল্যস্ফীতিতে সঞ্চালনের (এক্সচেঞ্জ রেট পাস-থ্রু) বড় ভূমিকা রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে আমাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ। আমরা যখন দায়িত্ব নিই, রিজার্ভ ছাড়া সামষ্টিক অর্থনীতির প্রায় সব সূচকের অবস্থা নেতিবাচক ছিল। এখনো অনেক ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি পুরোপুরি কাটেনি। বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানড়সব ক্ষেত্রেই তখন নেতিবাচক প্রবণতা ছিল, এখনো খানিকটা আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক খাতের সংকট। আমরা বলি, এ খাতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ চুরি হয়ে গেছে। আমি সরকারকে অনুরোধ করেছি, ব্যাংক খাতের সংস্কার ও পুনর্মূলধনীকরণের জন্য প্রতি বছর অন্তত ৬০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বাজেট থেকে বরাদ্দ দিতে হবে। কিন্তু এ কথা বলতে গিয়ে আমার নিজেরই কষ্ট হয়। কারণ এ অর্থের জোগান দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে। তারা চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, কর দেবে; কিন্তু নিজেদের উপার্জনের সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে না। তাদের ভবিষ্যতের সম্পদ আমরা আগেই ভোগ করে ফেলছি। এভাবে পরবর্তী পাঁচ থেকে আট বছর হয়তো আমাদের বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা করে নিতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে এবিবি চেয়ারম্যান (মাসরুর আরেফিন) এরই মধ্যে অনেক কথা বলেছেন। সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমাদের এখানে সুদের হার অনেক বেশি। দায়িত্ব নেয়ার সময় নীতি সুদহার ছিল ১০ শতাংশের কাছাকাছি, মূল্যস্ফীতিও ছিল অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই মূল্যস্ফীতি বেশি থাকলে সুদের হার কমানোর সুযোগ সীমিত থাকে। এরই মধ্যে আমি ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছি। সামনে আরো কিছুটা কমানোর চেষ্টা করব।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এর পেছনে বিনিময় হার থেকে মূল্যস্ফীতিতে সঞ্চালনের (এক্সচেঞ্জ রেট পাস-থ্রু) বড় ভূমিকা রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে আমাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ। আমরা আমদানিনির্ভর দেশ। এমনকি দেশে যেসব পণ্য উৎপাদন হয়, সেগুলোর কাঁচামাল ও উপকরণের বড় অংশও আমদানি করতে হয়। ফলে বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের প্রভাব শেষ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতিতে গিয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে সহকর্মী ও গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা করছি। দেখেছি, রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট (আরইইআর) হিসাবের ক্ষেত্রে অনেকে ২০২২-২৩ সালকে ভিত্তি বছর ধরছেন। আমার অনুরোধ, ২০১৫-১৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে হিসাব করা হলে আমরা বিনিময় হারের প্রকৃত চিত্র আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব।

ব্যাংকারদের কাছেও আমার একটি অনুরোধ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে আমি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানওড়যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই মুনাফা করে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানতে পারি, প্রতিষ্ঠানটি সেবার বিপরীতে ব্যয় ও তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা যোগ করে বিল করে। ফলে লোকসানের সুযোগ নেই। বিষয়টি বুঝতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ শুরু করি। দেখা যায়, প্রায় ৫ শতাংশ অপচয় রয়েছে। ব্যয় কমানো বা ক্রয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর কোনো উদ্যোগও ছিল না। এসব জায়গায় কাজ করার পর দেখা যাচ্ছে, চলতি বছর প্রতিষ্ঠানটির সেবাগ্রহীতা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় অন্তত ২০ শতাংশ কমে আসবে। এ অভিজ্ঞতার কথা ব্যাংকারদের বলছি এ কারণে যে আপনারা যখন আমদানিকারকদের জন্য ডলার কেনেন, তখন যে দামেই কিনুন না কেন, তার সঙ্গে মুনাফা যোগ করে বিক্রি করেন। আমার অনুরোধ, এ জায়গায় কিছুটা ছাড় দেয়ার চেষ্টা করুন। আমদানিকারকরা যেন অন্তত ৫০ পয়সা কম দামে ডলার পান। কারণ আমদানিকারকরা শেষ পর্যন্ত এ বাড়তি ব্যয় নিজেরা বহন করেন না। তা পণ্যের দামের মাধ্যমে ভোক্তাদের ওপরই বর্তায়। ব্যাংকারদের আন্তরিক চেষ্টা থাকলে আমদানিকারকদের কিছুটা কম দামে ডলার দেয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। ব্যাংক খাত নিয়ে নতুন করে বেশি কিছু বলার নেই। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আমরা কাজ করছি। ব্যবসা সহজীকরণেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে অর্থ পাঠানো ও গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক বাজার কমানোর একটি উপায় হলো প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে লেনদেন সহজ করা। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাহিদা কমানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব নেয়ার পর তথ্য খুঁজতে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি, একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের জন্যও বৈধ পথে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। এগুলো কি সব বিনা পয়সায় হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই না। এত লোক চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন, কীভাবে যাচ্ছেন? অর্থাৎ এ ব্যয় কীভাবে পরিশোধ হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এ ধরনের লেনদেন সহজ করার জন্য সহকর্মীদের বলেছি। একইভাবে ই-কমার্স ও ফ্রিল্যান্সারদের বৈদেশিক আয় দেশে আনার প্রক্রিয়াও সহজ করা হয়েছে। এবিবি প্রেসিডেন্ট ঋণ বিতরণের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। বিশেষ করে ১০ বছরে আমাদের ঋণ বিতরণ অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। আমার ধারণা, বর্তমানে ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের ৭০-৮০ শতাংশই করপোরেট খাতে যাচ্ছে। অথচ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে শুধু করপোরেট ঋণ দেয়ার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে এরই মধ্যে ব্যাংকগুলোর এমডি ও সিইওদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

আমরা ঋণ বিতরণে একটি ভারসাম্য আনতে চাই। আগামী বছরের জন্য ঋণের খাতভিত্তিক বণ্টনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের চিন্তা করছি। ব্যাংকারদের প্রতি আমার অনুরোধ, মোট ঋণের অন্তত ২০ শতাংশ যেন রিটেইল বা ব্যক্তিগত গ্রাহকরা পান এবং ৩৫ শতাংশ যাতে এসএমই খাতে যায়। অন্যদিকে করপোরেট ঋণের অংশ ৪৫ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থায়নের একটি অংশ আমরা পুঁজিবাজার থেকে আসুক, সেটি চাই। এ উদ্যোগ সফল হলে অর্থনীতিতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকাও সহজ হবে। দেশের কোনো বন্ধ কলকারখানা বা জাতীয় সম্পদ অব্যবহৃত ফেলে রাখা যাবে না। যদি কোনো কারখানার সব মেশিন নষ্টও হয়ে যায়, তবে সেগুলো ফেলে দিয়ে ওই ফ্লোরে বসে কাঁথা সেলাই করুন; তবু ওই জায়গায় একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে হবে। বন্ধ রাখা যাবে না। বন্ধ কলকারখানা সচল করতে গত সপ্তাহে সব ব্যাংকের কাছ থেকে খেলাপি গ্রাহকদের বিষয়ে চারটি সুনির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া হয়েছে। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে বর্তমান মালিকদের দিয়ে কারখানা চালানো সম্ভব কিনা, বর্তমান মালিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি করে অন্য কোনো যোগ্য উদ্যোক্তার হাতে দেয়া যায় কিনা, কারখানাটি ভাড়া দিয়ে চালু রাখা সম্ভব কিনা এবং ওই স্থানে অন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় কি না। কেননা সাধারণ মানুষের রিজার্ভের টাকা ও ডলার খরচ করে গড়ে তোলা এসব কারখানা জাতীয় সম্পদ। এগুলোকে সচল রাখতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, ঋণ বিতরণে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি সতর্কতাও জরুরি। একটি নির্দিষ্ট খাত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, সেখানে বাংলাদেশের মোট চাহিদা ৫ মিলিয়ন টন। অথচ এরই মধ্যে স্থাপিত উৎপাদন সক্ষমতা ১২ দশমিক ৫ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় আড়াই গুণ সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এ ধরনের অতিরিক্ত সক্ষমতার বিপরীতে দেয়া ঋণ থেকে বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পাওয়া কঠিন। ফলে এসব প্রকল্পকে আর্থিকভাবে টেকসই রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ। উদ্যোক্তা ও ব্যাংকাররা এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। দায়িত্ব নেয়ার পর পরই মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুরু হয়েছে। এ সংকট কতদিন চলবে বা এর ব্যাপ্তি কতটা হবে, তা কেউ জানে না। তাই একে নতুন বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনায় নিয়েই আমাদের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। জ্বালানির উৎস বহুমুখী করা এবং বিকল্প জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়া এখন জরুরি।

এ কারণে সৌরবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করছি। রিজার্ভ বাড়ানোর জন্যও কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্বালানি তেল আমদানির জন্য আমাদের বাড়তি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এতে রিজার্ভের ওপর সৃষ্ট চাপ কমাতে প্রবাসীদের জন্য নন-রেসিডেন্ট কনভার্টিবল টাকা অ্যাকাউন্ট (এনআরসিটিএ) চালু করেছি। আগে এ ধরনের অ্যাকাউন্টের সুযোগ ছিল না। ভারত এ ধরনের অ্যাকাউন্ট চালু করে এরই মধ্যে ১৩২ বিলিয়ন ও পাকিস্তান ১৩ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। আমরাও যদি এনআরবিদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এ ধরনের সেবা জনপ্রিয় করতে পারি, তাহলে তেল-গ্যাস আমদানির বাড়তি ব্যয় সেখান থেকেই মেটানো যাবে। একই সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে তারল্য সহায়তা প্রদান করবে এ অ্যাকাউন্ট। এছাড়া আমাদের তিন ধরনের বন্ড রয়েছে। বিভিন্ন কারণে এসব বন্ডের মেয়াদ ১৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। এখন আমরা সেই সীমাবদ্ধতা তুলে দিয়ে অনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বন্ড রাখার সুযোগ তৈরির বিষয়ে কাজ করছি। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে এ তিন ধরনের বন্ডে মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ মাত্র ৬০৬ মিলিয়ন ডলার। মেয়াদের সীমাবদ্ধতা তুলে দিতে পারলে এসব বন্ডে বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে রিজার্ভে বৈদেশিক মুদ্রার নতুন সংযোজন সম্ভব হবে।

> “ মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এর পেছনে বিনিময় হার থেকে মূল্যস্ফীতিতে সঞ্চালনের (এক্সচেঞ্জ রেট পাস-থ্রু) বড় ভূমিকা রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে আমাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ। আমরা আমদানিনির্ভর দেশ। এমনকি দেশে যেসব পণ্য উৎপাদন হয়, সেগুলোর কাঁচামাল ও উপকরণের বড় অংশও আমদানি করতে হয়। ফলে বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের প্রভাব শেষ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতিতে গিয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে সহকর্মী ও গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা করছি। ”

মধ্যবিত্তের জীবন কেন কঠিন হচ্ছে

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করা হয়েছে। বেড়েছে জিডিপি, সম্প্রসারিত হয়েছে শিল্প, বেড়েছে রপ্তানি এবং দ্রুত বদলে গেছে শহরের চেহারা। কিন্তু এসব অর্জনের আড়ালে রয়েছে আরেকটি বাস্তবতা মধ্যবিত্তের নীরব সংগ্রাম। একসময় যে জীবনযাপনকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ফল মনে করা হতো, এখন তা ধরে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে বহু পরিবার। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ছিল সহজ। কঠোর পরিশ্রম করে একটি বাড়ি কেনা, সন্তানদের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো, মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পাওয়া, ব্যক্তিগত গাড়ি রাখা এবং মাঝেমধ্যে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ও থাকবে। এই স্বপ্নের ভিত্তি ছিল একটি বিশ্বাস পরিশ্রম করলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের খরচ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার সরাসরি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েনি, তবে তাদের মনে হচ্ছে, আর্থিকভাবে সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে এসেছে। আগের প্রজন্মের তুলনায় আয় বেশি হলেও সেই আয়ে আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কেনাকাটা পিছিয়ে পড়া, বিনোদনের খরচ কমানো এবং প্রতিটি ব্যয়ের হিসাব কষে চলা এখন অনেক পরিবারের দৈনন্দিন বাস্তবতা। আবাসন সংকট এই পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। জমি ও ফ্ল্যাটের দাম বেড়ে যাওয়ায় শহরে নিজের বাড়ির মালিক হওয়া বহু তরুণ চাকরিজীবীর কাছে প্রায় অধরা স্বপ্ন। বাড়ি ভাড়ার পেছনেই মাসিক আয়ের বড় অংশ চলে যাচ্ছে। ফলে পছন্দের এলাকায় থাকা, পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা কিংবা ভবিষ্যতে নিজের বাড়ি কেনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এসব সমঝোতা পরিবারগুলো স্বেচ্ছায় করছে না; পরিস্থিতিই তাদের বাধ্য করছে। শিক্ষা একসময় মধ্যবিত্ত পরিবারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতো। সেটিও ক্রমে ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। সন্তানের ভালো ভবিষ্যতের আশায় অভিভাবকরা স্কুল, কোচিং, প্রযুক্তি ও উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিতে অর্থ ব্যয় করছেন। অনেক সময় নিজেদের প্রয়োজনও উপেক্ষা করছেন তারা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, শিক্ষার পেছনে এত অর্থ ব্যয় করলেই কি নিশ্চিত কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব?

স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দৈনন্দিন খরচ কোনোভাবে সামলানো গেলেও একটি গুরুতর অসুস্থতা পরিবারের দীর্ঘদিনের সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারে। বেসরকারি চিকিৎসার ব্যয় অনেকের নাগালের বাইরে, আবার জরুরি চিকিৎসা পিছিয়ে দেওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। ফলে অসুস্থতা শুধু স্বাস্থ্যগত সমস্যা নয়, একটি পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যতের জন্যও বড় হুমকি হয়ে উঠছে। সবচেয়ে আগে কমে আসে অবসর ও বিনোদনের এসব অর্জন করতে চাইলেও আর্থিক সামর্থ্যের কারণে পারে না। ফলে সমস্যা শুধু কেনাকাটার সামর্থ্য নিয়ে নয়; সফল ও সচ্ছল দেখানোর সামাজিক চাপও এর সঙ্গে জড়িত।



খরচ। পারিবারিক ভ্রমণ কমে যায়; রেস্তোরাঁয় খাওয়া বিশেষ উপলক্ষে সীমিত থাকে। মানুষ কাজ করছে দীর্ঘ সময়, কিন্তু সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে। সমস্যাকে আরও গভীর করছে আয় ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের ব্যবধান। পণ্য ও সেবার দাম বাড়ার সঙ্গে বেতন সমান তালে না বাড়লে সঞ্চয়ের সুযোগ সংকুচিত হয়। অথচ সঞ্চয়ই মধ্যবিত্তের আর্থিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। এটি জরুরি পরিস্থিতিতে সুরক্ষা দেয় এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। সেই সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলে নিয়মিত আয় থাকা সত্ত্বেও পরিবারগুলো আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক প্রত্যাশার চাপ। সামাজিক মাধ্যমে সুন্দর বাড়ি, দামি ফোন, ব্র্যান্ডের পোশাক ও ভ্রমণনির্ভর জীবনযাপনের ছবি প্রতিনি

ইয়েমেনের অস্থায়ী রাজধানী এডেনের দিকে এগোচ্ছে হুথিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইয়েমেনের অন্তর্বর্তী রাজধানী এডেনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। এরই মধ্যে শহরটি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নিয়েছেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে এডেনের প্রতিরক্ষা জোরদার করতে বাব আল-মান্দেব প্রণালির কাছের অবস্থানগুলো থেকে সেনা সরিয়ে নিচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকার। গত ১৫ নভেম্বর দক্ষিণাঞ্চলীয় সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলীয় তাইজ প্রদেশের ধুবাব বিমানবন্দর ও বাব আল-মান্দেব এলাকার অবস্থান থেকে সেনাদের সরিয়ে নতুন করে মোতায়েন করা হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় এই বাহিনী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকারের সমর্থক। সামরিক ও সরকারি সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, প্রতিবেশী লাহিজ প্রদেশের দুটি জেলা দখলে নেওয়ার পর হুথিরা এডেন থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরের অবস্থানে পৌঁছেছে।

শহরটির চারপাশে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেছে সরকারি বাহিনী। সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেনারা শহরটির চারপাশে পরিখা খনন এবং বালুর বস্তা দিয়ে দেওয়াল ও দুর্গ তৈরি করছেন। তবে হুথিরা সামনে আরও অগ্রসর হলে এটি কতটা কার্যকর হবে তা নিশ্চিত নয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় সশস্ত্র বাহিনী বলেছে, তাদের প্রধান অগ্রাধিকার হলো 'রাজধানী এডেন ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'। একই সঙ্গে তাইজ শহরের অবরোধ ভাঙার প্রচেষ্টাসহ হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে তারা। তবে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে ভিন্ন দাবি করেছে হুথিরা। তাদের সংবাদ সংস্থা সাবাড় বরাতে এক সামরিক সূত্র বলেছে, সরকারি বাহিনী বিভিন্ন অবস্থান ও সরবরাহের পথ হারিয়ে হুথিদের চাপের মুখে পিছু হটেছে। হুথি সামরিক সূত্রগুলোও এএফপিকে জানিয়েছে, সরকারি সেনারা সরে



শহরটির চারপাশে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেছে সরকারি বাহিনী। সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেনারা শহরটির চারপাশে পরিখা খনন এবং বালুর বস্তা দিয়ে দেওয়াল ও দুর্গ তৈরি করছেন। তবে হুথিরা সামনে আরও অগ্রসর হলে এটি কতটা কার্যকর হবে তা নিশ্চিত নয়।

যাওয়ার পর তারা উপকূলীয় কয়েকটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

সেপ্টেম্বরে লোহিত সাগর উপকূলের যেসব এলাকা হুথিরা দখল করেছিল, সেগুলো পুনরুদ্ধারে ছয় সপ্তাহ ধরে পাল্টা অভিযান চালিয়েছিল সরকারি বাহিনী। অক্টোবরে ধুবাবসহ কয়েকটি অবস্থান পুনর্দখলও করে তারা। তবে তাইজের আশপাশে এবং এডেনের দিকে হুথিদের অগ্রযাত্রায় সরকারি বাহিনীর অভিযান ক্রমেই চাপে পড়ে। ২০১৫ সালে হুথিরা রাজধানী সানা দখল করার পর থেকে এডেনকে কেন্দ্র করে সরকার পরিচালনা করছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রশাসন। ২০২২ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর কয়েক বছর তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতি ছিল। তবে চলতি গ্রীষ্মে আবারও সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। বাব আল-মান্দেব প্রণালির কাছ থেকে সরকারি সেনা সরিয়ে নেওয়ার ফলে জলপথটির ওপর হুথিদের প্রভাব বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে এই প্রণালি। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সুয়েজ খাল হয়ে চলাচলকারী জাহাজের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ।

উপসাগরীয় দেশগুলোর তেল ও গ্যাস রপ্তানির ক্ষেত্রেও এর বড় ভূমিকা রয়েছে। ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে বাণিজ্যিক জাহাজে হুথিদের হামলার কারণে অনেক জাহাজকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে চলাচল করতে হচ্ছে। এতে পণ্য পরিবহনে সময় ও ব্যয়-দুটিই বেড়েছে। এখন বাব আল-মান্দেবের আশপাশে হুথিদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হলে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। স্থলপথেও সংঘাতের কারণে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, তাইজে প্রবেশের কয়েকটি পথ বন্ধ রয়েছে অথবা সেগুলো নিয়ে সংঘাত চলছে।

শহরটির সঙ্গে এডেনের সংযোগকারী সড়কটিও এখনও বন্ধ। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, পশ্চিম ইয়েমেনে সংঘাত বেড়ে যাওয়ায় গত ১ আগস্ট থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত ৩ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন তাইজ প্রদেশে। গত ১৫ নভেম্বর ইউএনএইচসিআর সতর্ক করে জানায়, লাহিজ প্রদেশের খারাজ শরণার্থীশিবির পর্যন্ত সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। এতে শিবিরটির প্রায় ৯ হাজার ৬০০ শরণার্থী ঝুঁকির মুখে পড়েছেন। সংস্থাটি সেখানে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি যারা শিবির ছেড়ে যেতে চান, তাদের নিরাপদে বের হওয়ার পথ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

নাইজেরিয়ায় ৩৪ কে.জি. গাঁজাসহ মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

নাইজেরিয়ার লাগোসের প্রধান বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৩৩ দশমিক ৯৫ কে.জি. (৭৫ পাউন্ড) গাঁজাসহ যুক্তরাষ্ট্রের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশটির ন্যাশনাল ড্রাগ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (এনডিএলইএ) জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ২৮ বছর বয়সী ওই খেলোয়াড়ের নাম গ্রিন দামন্তে খিরি, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। গত রোববার এক বিবৃতিতে এনডিএলইএ জানায়, ওই খেলোয়াড় থাইল্যান্ড থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত হয়ে নাইজেরিয়ায় আসেন। গত বুধবার বিমানবন্দর কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেন, তিনি নিজের দুটি চেক-ইন ব্যাগ ফেলে রেখে শুধু হাতব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগের চেষ্টা করছেন। পরে তার নাম লেখা ওই দুটি ব্যাগ থেকে 'লাউড' নামে পরিচিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গাঁজার ৩২টি প্যাকেট ও একটি ট্র্যাকিং ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। সংস্থাটি জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে ওই খেলোয়াড় দাবি করেন যে তিনি থাইল্যান্ডে পেশাদার বাস্কেটবল খেলতেন এবং ক্যারিয়ারের জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে নাইজেরিয়ায় এসেছেন। তবে নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। এনডিএলইএ আরও জানায়, সন্দেহভাজন ব্যক্তির ফোন পরীক্ষা করে মাদক পাচার কর্মকাণ্ডে তার জানাশোনা ও সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশনের (ফিবা) তালিকায় দামন্তে গ্রিন নামে এক খেলোয়াড়ের নাম রয়েছে, যিনি সর্বশেষ গত ২৬ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডে ফুকেট এলিট কাপে খেলেছিলেন।

হরমুজে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন জব্দ করল ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হরমুজ প্রণালির কাছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ড্রোন অক্ষত অবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দাবি করেছে ইরান। দেশটির ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, ইলেকট্রনিক যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করে ড্রোনটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করানো হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, কেশম দ্বীপের দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে ড্রোনটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় আইআরজিসির নৌবাহিনী। ড্রোনটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এমকিউএম-১৭০ মডেলের। খবর আল জাজিরার। আইআরজিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার অপারেশনের মাধ্যমে ড্রোনটির দিকনির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়।

এটি ছিল এ ধরনের চতুর্থ ড্রোন, যা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ও ইউএভি কমান্ড অক্ষত অবস্থায় আটক করেছে।



গত রোববার দিবাগত রাতে এবং গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মস্কো অঞ্চলের দিকে আসা প্রায় ৬০০টি ড্রোন প্রতিহত করেছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

মস্কোগামী কয়েক শত ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি রাশিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গত রোববার দিবাগত রাতে ইউক্রেনের ছোঁড়া ১ হাজার ৩০০টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে জানিয়েছে তারা। এসব ড্রোনের মধ্যে কয়েক শত মস্কোকে লক্ষ্য করে পাঠানো হয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলা যুদ্ধের মধ্যে এটি ইউক্রেনের অন্যতম বড় ড্রোন হামলা।

চীনের শেনজেনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের শীর্ষ বৈঠকের কয়েক দিন আগে এ হামলা চালানো হলো। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, বৈঠকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ আলোচনার প্রধান বিষয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে না। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রামে জানান, গত রোববার দিবাগত রাতে এবং গতকাল সকাল পর্যন্ত মস্কো অঞ্চলের দিকে আসা প্রায় ৬০০টি ড্রোন প্রতিহত করেছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ ড্রোনই দূরবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।' এ ছাড়া মস্কোর দিকে আসার পথে ১৯১টি ড্রোন নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে হামলায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

থাইল্যান্ডের ফুকেটে অগ্নিকাণ্ডে ১১ জনের মৃত্যু, আহত ১৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় পর্যটন দ্বীপ ফুকেটের একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১৬ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার ভোররাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, পর্যটন নগরী পাটাং-এর একটি চারতলা ভবনে গতকাল সোমবার ভোররাত ৩টা ১৭ মিনিটে হঠাৎ আগুন লাগে। নিচতলায় একটি রেস্তোরাঁ ও মোটরসাইকেল ভাড়ার দোকান এবং ওপরের তলাগুলোতে ভাড়াবাসা থাকা ওই ভবনটি থেকে আগুন দ্রুত আশপামের কয়েকটি ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ফুকেটের গভর্নর চোদনরিন কোয়েদসোম জানান, মোটরসাইকেল ভাড়ার ওই দোকানটিতে প্রায় ১০০টি মোটরসাইকেল ছাড়াও প্রচুর গ্যাস সিলিন্ডার, ইঞ্জিন অয়েল, প্লাস্টিক সামগ্রী ও টায়ার মজুত ছিল। এসব অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নেয় ও পুরো এলাকায় ঘন বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ফুকেট পুলিশের কমান্ডার সুরাচাই সুকসাই জানান, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ভবনটির ঠিক পাশেই একটি বিদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত হয়েছিল। এ কারণে ঘটনাটিকে নাশকতা বা অন্তর্ঘাত হিসেবে দেখছে না পুলিশ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহত ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জন থাই নাগরিক ও একজন মিয়ানমারের নাগরিক। নিহতদের মধ্যে কোনো বিদেশি পর্যটক নেই। ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট ও ভাঙা কাচের আঘাতে জখম হওয়া আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। থাইল্যান্ডে বাণিজ্যিক ভবন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিমালা কঠোরভাবে না মানার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এর আগেও দেশটিতে বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে রাজধানী ব্যাংককের একটি জনাকীর্ণ পানশালায় শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনে প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ফিচার

শীতে ত্বক সজীব রাখতে....

বিশেষ করে শীতকালীন সবজি এবং ফল খেতে পারেন। এগুলো আপনার শরীর ঠিক রাখার পাশাপাশি ত্বক ও চুলের যত্ন নেবে। তাই প্রতিদিনের ডায়েটে একটু বেশি করেই এসব খাবার রাখুন। জেনে নেয়া যাক এই সময়টাতে কোন খাবারগুলো ত্বক ও চুল ভালো রাখতে সহায়তা করবে-



স্বাস্থ্য ডেস্ক

সারা বছর অবহেলায় গেলেও শীতের সময়টাতে ত্বকের একটু বেশি যত্ন নিতেই হয়। কেননা এই সময় স্কিন, চুল দুটোই রুক্ষ হয়ে যায়। শীতে গ্লোয়িং স্কিন ও ঝলমলে চুল পেতে বাড়তি যত্নের পাশাপাশি খেতে হবে পুষ্টিকর খাবার। বিশেষ করে শীতকালীন সবজি এবং ফল খেতে পারেন। এগুলো আপনার শরীর ঠিক রাখার পাশাপাশি ত্বক ও চুলের যত্ন নেবে। তাই প্রতিদিনের ডায়েটে একটু বেশি করেই এসব খাবার রাখুন। জেনে নেয়া যাক এই সময়টাতে কোন খাবারগুলো ত্বক ও চুল ভালো রাখতে সহায়তা করবে-

বাঁধাকপি : শীতের সবজির মধ্যে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ই রয়েছে, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন এ। শীতকালীন বিভিন্ন রোগ যেমন জ্বর, কাশি ও টনসিল প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ওটমিল : খাদ্যশস্যের মধ্যে পুষ্টিগুণে গুণান্বিত। শীতে শরীরের জন্য যে অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন তা পূর্ণ করে। পালংশাক : শীতে ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এ উপাদানটি ত্বকের সুস্থ কোষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। ফুলকপি : ভিটামিন সি ও কে রয়েছে। পাশাপাশি এর ফলেট ও ভিটামিন বি ত্বকের যত্নে উপকারী। টমেটো : ভিটামিন এ ও সি রয়েছে, যা ঠাণ্ডায় শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শাকসবজি, ফলমূল ছাড়াও কার্বোহাইড্রেট খাবার শরীরকে উষ্ণতা রাখতে সাহায্য করে ও ত্বকের শুষ্কতা দূর করে।

গ্রিন টি : এ মৌসুমে শরীরে উষ্ণতা আনতে একটি কার্যকরী পানীয়। গ্রিনটিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

গাজরের জুস : গাজরে ভিটামিন এ থাকে। শীতকালে নিয়মিত খেলে ত্বক সুস্থ থাকবে করে। জাম্বুরা : জাম্বুরায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা আপনার ত্বককে সতেজ রাখে। প্রতিদিন এক গ্লাস করে জাম্বুরার জুস পান করতে হবে পুরো শীতকাল। জাম্বুরা মূলত লো ক্যালরিসমৃদ্ধ ফল। খাবারের রুচি বাড়াতে জাম্বুরা বেশ কার্যকর। মাল্টার চেয়ে জাম্বুরায় পানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় ত্বকের জন্য এটি বেশ ভালো কাজ করে।

যা খাবেন না –

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার ব্রনের সমস্যা তৈরি করে। তাই এড়িয়ে চলুন। এই খাবারগুলোতে পরিশোধিত কার্বহাইড্রেট ও চর্বি থাকে যা স্কিনের ক্ষতি করে। অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। যেসব খাবারে প্রাকৃতিক তেলযুক্ত রয়েছে যেমন বাদাম, ফল, দুধ ইত্যাদি শরীরের জন্য অনেক ভালো। তবে বেশি তেলে ভাজা খাবার স্কিনের লাবণ্যতা কমিয়ে দেয় সেই সঙ্গে মাথার স্কাল্পকে তৈলাক্ত করে তোলে। এছাড়া প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। সুন্দর স্কিনের জন্য ঘুম অনেক জরুরি। প্রতিদিন হালকা কিছু এক্সসারসাইজ করলে ফ্যাট বার্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কিনও সুন্দর হবে।

হাঁপানি ও হৃদরোগ

স্বাস্থ্য ডেস্ক

হাঁপানিকে সাধারণভাবে অ্যাজমা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অ্যাজমা বংশগত রোগ হিসেবে বিবেচিত, যা সচরাচর বাল্যকাল থেকে বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন অ্যালার্জিক কারণে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, যেমন– অ্যালার্জিক খাদ্যবস্তু, বাতাসে ভেসে বেড়ানো অ্যালার্জিক বস্তু, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাশ ইত্যাদি।

এ ধরনের অ্যালার্জিক কারণে শ্বাসকষ্ট হওয়াকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যাজমা বলা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও ইমফাইসেমা নামক প্রায় একই ধরনের আরও দুটি অসুস্থতার জন্য মানুষ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এ দুটি অসুস্থতার মূল কারণ ধূমপান, বায়ু দূষণযুক্ত পরিবেশে কাজ করা, বংশগত প্রবণতা, ঘন ঘন সর্দিকাশি জাতীয় অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়া।

অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও ইমফাইসেমা ফুসফুসের



অসুস্থতা। এসব অসুস্থতা সব সময়ই দীর্ঘমেয়াদি অসুখ, যা দিন দিন প্রকট হবে এটাই এসব রোগের ধারাবাহিকতা। যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের প্রদাহ, ফুসফুসের ইনফেকশন দেখা দেয় এবং কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে। সময়ের আবর্তে এ ধরনের অসুস্থতার কারণে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে শ্বাসকষ্ট আরও বেশি বৃদ্ধি পায় এবং তা বেশ জটিল আকার ধারণ করে, রোগী সব সময় শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে, কাশির প্রকোপ ও তীব্রতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়, রোগী কাজকর্ম সম্পাদনে অপারগ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় গতানুগতিক চিকিৎসা রোগীর উপসর্গ কমাতে ব্যর্থ হয়। হৃদরোগ শ্বাসকষ্টের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এসব অসুস্থতার কারণে ফুসফুসের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, ফুসফুসে রক্তপ্রবাহের স্থবিরতা দেখা দেয়া, ফুসফুসে অধিক রক্ত জমা হয়ে ফুসফুসের বায়ু ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে রোগী তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে ভুগতে থাকে। মারাত্মক অবস্থায় রোগীর ফুসফুসে পানি জমা হতে থাকে, যার ফলে অবস্থা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

শ্বাসকষ্টের আরও একটি বড় কারণ হিসেবে হৃদরোগকে দায়ী করা হয়। উচ্চরক্তচাপজনিত হৃদরোগ, হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের সমস্যা, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ (হৃৎপিন্ডে রক্ত সরবরাহের স্বল্পতা) কার্ডিও-মাইয়োপ্যাথি, রক্তশূন্যতাজনিত হৃদরোগ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হৃদরোগ হার্ট ফেইলুর ইত্যাদি। হৃদরোগজনিত শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হৃদরোগের অন্যান্য লক্ষণসমূহ: যেমন- বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, শারীরিক যোগ্যতা কমে যাওয়া ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। উপরোল্লিখিত দুই ধরনের (অ্যাজমা ও হৃদরোগ) কারণে শ্বাসকষ্টের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ফুসফুসের অসুস্থতার জন্য হৃৎপিণ্ডের ডান অংশ আক্রান্ত হওয়ায় রোগীর শরীর হাত-পা-মুখ ফুলে যাওয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার জন্য সাধারণভাবে রোগীর হৃৎপিণ্ডের বামপাশ বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে সময়ের আবর্তে হৃৎপিণ্ডের উভয় পাশ আক্রান্ত হয়ে যায়। দুই ধরনের অসুস্থতার পরিণতিতে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে একই ধরনের পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় হার্ট ফেইলুর বলা হয়। রোগীর রোগ বৃদ্ধি পেয়ে হার্ট ফেইলুর সৃষ্টি হলে রোগীর লক্ষণসমূহ এমন আকার ধারণ করে যে, তখন দুই ধরনের অসুস্থতাকে আলাদা করা প্রায়ই বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।



মাস্ক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম ও সাবধানতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে চলছে কভিড-১৯ মহামারীর ক্রান্তিকাল। বিশ্বের অনেক দেশেই শুরু হয়েছে সেকেন্ড ওয়েব বা করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। চলমান জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষের নিজেকে সুরক্ষিত রাখার এখন পর্যন্ত কর্যকরী উপায় হচ্ছে– পারস্পরিক শারীরিক দূরত্ব ৬ ফুট (অন্তত ৩ ফুট) বজায় রেখে চলা ও মাস্ক ব্যবহার করা। এ সময় মাস্ক পরিধান করা যেমন সবার জন্য অপরিহার্য তেমনি করোনাভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ও কমিউনিটিতে এ ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়া রোধে সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। আসুন জেনে নেওয়া যাক করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহারের নিয়মগুলো :

ষ মাস্ক পরার আগে হাত ভালোভাবে সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।

ষ মাস্কটি সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে পরুন যেন তা সম্পূর্ণভাবে নাক ও মুখ ঢেকে রাখে এবং এমনভাবে বাঁধুন যেন মুখ ও মাস্কের মাঝে কোনো ফাঁকা না থাকে।

ষ মাস্কটি পরিহিত অবস্থায় তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

ষ ফোনে কথা বলার সময় বা কারও সঙ্গে কথা বলার সময় মাস্কটি নাক ও মুখ থেকে নিচে নামিয়ে রাখবেন না। মনে রাখবেন মাস্ক পরে কথা বলা কোনো অভদ্রতা বা অশোভন ব্যবহার নয়।



ডাচদের জালে জার্মানদের সুনামি

স্পোর্টস ডেস্ক

ম্যাচের প্রথমার্ধে ডেরি শেরহান্টের গোলে এগিয়ে গেল জার্মানি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে নেদারল্যান্ডসের জালে গুনে গুনে আরও ৪ গোল দিল তারা। বড় জয়ে ইউয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপসেরা হয়ে শেষ আটে উঠল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে জার্মানি। জুলাইয়ে দায়িত্ব নেওয়া ক্লপের অধীনে এটি সবচেয়ে বড় জয় জার্মানদের। হারলেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নেদারল্যান্ডস।

ম্যাচের আগে গ্রুপ 'এ২'-র তৃতীয় স্থানে ছিল জার্মানি। ৪-০ গোলে হারলেও গ্রুপসেরা হতো ডাচরা। জয়ের পর গ্রিস ও নেদারল্যান্ডসকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছে জার্মানি। তিন দলেরই পয়েন্ট ১১। তবে সার্বিক গোল ব্যবধান নয়, গ্রুপের অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে তিন দলের মুখোমুখি লড়াইয়ের গোল ব্যবধানে।

বার্লিনে ম্যাচের ৪১তম মিনিটে জার্মানিকে এগিয়ে দেন শেরহান্ট। বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো শটে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্লোরিয়ান ভির্টজ। ৬০তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে জালে পাঠান তিনি। পাঁচ মিনিট পর নিকো শ্লটারবেক হেডে তৃতীয় গোলটি করেন। ম্যাচের ৭১তম মিনিটে ব্রাজান গ্রুদার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ভির্টজ। ৭৭তম মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন গ্রুদা। জাতীয় দলের হয়ে দুই ম্যাচে এটি দ্বিতীয় গোল তার। ম্যাচে দুটি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এটি ১৯৫৯ সালের পর জার্মানির সবচেয়ে বড় জয়। সেবার প্রতিবেশী দেশটিকে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল তারা। ম্যাচ শেষে জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম এআরডিকে ভির্টজ বলেন, 'আমরা সমর্থকদের আনন্দ দিতে চাই। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটা আমাদের জন্যও দারুণ উপভোগ্য ছিল।



কেইনকে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক

করিম বেনজেমার বিদায়ের পর হ্যারি কেইনকে দলে ভেড়ানোর ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে কিলিয়ান এমবাপের জন্য অর্থ সাশ্রয় করতে শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসে স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটি। রিয়াল মাদ্রিদের সেই প্রজেক্ট কেন আলোর মুখ দেখেনি তা নিয়ে বিষদ জানিয়েছে স্পেনের প্রভাবশালী এবং প্রাচীনতম রেডিও নেটওয়ার্ক কাদেনা সারে।

বেনজেমার প্রস্থান ও রিয়ালের আক্রমণভাগকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইংলিশ স্ট্রাইকার কেইনকে টানতে চেয়েছিলেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে ক্লাব পরিচালকরা সেই চুক্তি নাকচ করে দেন, কারণ একই সময়ে জুড বেলিংহামের পেছনে তারা ১০ কোটি ইউরোর বেশি খরচ করেছিল।

বোর্ডের সদস্যরা পিএসজি থেকে কিলিয়ান এমবাপেকে দলে নেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঝুঁকিতে ফেলার চেয়ে, চিরাচরিত কোনো 'নম্বর নাইন' (স্ট্রাইকার) ছাড়াই অতিরিক্ত একটি বছর পার করার পক্ষে ছিলেন।

পরবর্তীতে হ্যারি কেইন বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেন এবং সেখানে দারুণ সাফল্য পান। জার্মান ক্লাবটির হয়ে ট্রেবল জয় করেন, ব্যালন ডি'অর জেতেন এবং চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৫৪টি গোল করেছেন। জার্মানিতে কেইন দারুণ সময় কাটাচ্ছেন এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত চুক্তিও বাড়িয়েছেন, তা সত্ত্বেও এমবাপের শেষ পর্যন্ত রিয়ালে এসে আক্রমণভাগের নেতৃত্ব দেওয়ায় ক্লাবটি সন্তুষ্টই রয়েছে।



মেসি আসতে চাইলে স্বাগত'

স্পোর্টস ডেস্ক

খেলোয়াড় হিসেবে আর্জেন্টিনা অধ্যায়ের ইতি টেনেছেন লিওনেল মেসি। তবে কোচিং স্টাফে যুক্ত হয়ে জাতীয় দলের সঙ্গে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে তাকে। মেসিকে কোচিং স্টাফে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

চলতি বছরের শেষ প্রীতি ম্যাচে কাল কোস্টারিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচ দিয়ে আলবিসেলেস্তেদের সহকারী কোচ হিসেবে ইতি টানবেন ওয়াল্টার স্যামুয়েল। সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে কোচিং স্টাফে যুক্ত করার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় স্কালোনিকে। জবাবে আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, 'সে (মেসি) যদি এখানে আসতে চায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এখন ওয়াল্টার চলে যাচ্ছে, দেখা যাক... সে আসুক। তবে মেসির খেলোয়াড়ি জীবন এখনই শেষ হচ্ছে বলে মনে করেন না স্কালোনি। তার বিশ্বাস, ক্লাব ফুটবলে আরও অনেক দিন খেলবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। স্কালোনি বলেন, 'আমার মনে হয়, সে খেলা চালিয়ে যাবে।

২০৩০ সালের পরও খেলবে। জাতীয় দলকে সে ইতোমধ্যেই বিদায় জানিয়েছে, তবে একজন ফুটবলার হিসেবে সে যত দিন পারে খেলা চালিয়ে যাক, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। মেসি অবশ্য আগেই জানিয়েছেন, খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিংয়ে আসার বা কোনো কোচিং স্টাফের অংশ হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। বরং ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় কাজ করার আগ্রহের কথা বলেছেন তিনি। এরই মধ্যে রোজারিওর ক্লাব লিওনেস, স্পেনের এলদেনসে এবং উরুগুয়ের দেপোর্তিভো এলএসএমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মেসি। স্যামুয়েলের বিদায়ে আপাতত নতুন কাউকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন স্কালোনি। তিনি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা কাউকে যুক্ত করছি না। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান দল নিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে পারব। সেটাই চেষ্টা করব। তবে ভবিষ্যতে যুবদলের কিছু খেলোয়াড় আমাদের সহায়তা করতে পারে। স্যামুয়েলের বিদায় প্রসঙ্গে স্কালোনি আরও বলেন, 'ওয়াল্টার আগেই জানিয়েছিল, সে নিজের মতো করে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে চায়। তার প্রতি আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা। সে আমার বন্ধু এবং এই কোচিং স্টাফের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিল। তার নিজের পথচলা শুরু করার এটাই সঠিক সময়।



ব্রাজিলে আনচেলত্তির জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে

স্পোর্টস ডেস্ক

গত বছর শুরু থেকেই কার্লো আনচেলত্তিকে ছাড়া কিছু বোঝেনি ব্রাজিল। রব উঠেছিল, ব্রাজিলকে 'হেক্সা' (ষষ্ঠ বিশ্বকাপ) জেতানোর মতো কোনো কোচ থাকলে সেটা আনচেলত্তিই। ইতালিয়ান কোচকে ব্রাজিল পেয়েছে গত বছরের মে মাসে। সেই সময়ের স্মৃতি কি মনে আছে?

তখন ব্রাজিলিয়ানদের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছে, তাঁদের জাতীয় দলে আনচেলত্তিই সবচেয়ে বড় তারকা। কিন্তু ফুটবলের মাঠে মনমতো ফল না মিললে ব্রাজিলিয়ানদের মন ঘুরে যেতে যে সময় লাগে না, সেটাও এখন বোঝা যাচ্ছে আনচেলত্তির বর্তমান পরিস্থিতি দেখে।

আনচেলত্তিকে কোচ বানিয়ে নিয়ে আসার পেছনে ব্রাজিলিয়ানদের ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায়ে। মাত্র এক বছরে জাতীয় দল পুনর্গঠন করে বিশ্বকাপ যে জেতা যায় না, সেই ইঙ্গিতও আগেই দিয়েছিলেন আনচেলত্তি। এ কারণে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগেই তাঁর সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ায় ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। কিন্তু জাতীয় দলের বর্তমান হাল দেখে অ্যানচেলত্তিকে ঘিরে ২০৩০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখা ব্রাজিলিয়ানদের সংখ্যা ক্রমে কমছে।

বরং তাঁকে ছাঁটাইয়ের দাবি উঠেছে। সেই দাবিটা জোরেশোরে তুলেছেন স্বয়ং ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিও। ব্রাজিলের অনেকেরই সায় আছে তাতে। তবে রোমারিওর দাবি আলাদা একটা প্রভাব ফেলেছে জাতীয় দলের ভক্তদের ওপর। গুগল ট্রেন্ডস বলছে, গত শনি ও রোববারের মধ্যে প্ল্যাটফর্মটিতে আনচেলত্তিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি খোঁজা ১০টি বিষয়ের মধ্যে ৪টিই ছিল তাঁর সম্ভাব্য বরখাস্ত হওয়া নিয়ে। সপ্তাহান্তে তাঁর নাম জড়িয়ে সার্চ ট্রেন্ডে সবচেয়ে দ্রুত উঠে আসা ১০টি বিষয়ের মধ্যে ৮টি ছিল তাঁর চাকরি হারানোর গুঞ্জন নিয়ে। এক বছর পাঁচ মাস আগে ব্রাজিলে যাওয়ার পর অ্যানচেলত্তির জনপ্রিয়তা একদম তলানিতে পৌঁছানোর মুহূর্তও সেটা। ব্রাজিল কোচ হিসেবে এ পর্যন্ত ২১ ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন আনচেলত্তি। ১২ জয়, ৪ ড্র ও ৫টিতে হেরেছে দল। তাঁর ৬৩.৫ শতাংশ জয়ের হার আসলে তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রত্যাশার সঙ্গে মানানসই নয়। যদিও এই হার তাঁর নিকটতম পূর্বসূরি কোচদের চেয়ে বেশি–১৬ ম্যাচে দরিভাল জুনিয়রের জয়ের হার ছিল ৫৮.৩ শতাংশ এবং ৬ ম্যাচে ফার্নান্দো দিনিজের ৩৮.৮ শতাংশ। তবে তিতের চেয়ে কম; ৮১ ম্যাচে ৮০.২ শতাংশ জয়ের হার নিয়ে ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিতে।

আনচেলত্তির সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে তাকানো যায়। গত এক দশকে শুধু ইংলিশ ক্লাব এভারটনের কোচ হিসেবে ব্রাজিল কোচের দায়িত্বের চেয়েও খারাপ শুরু হয়েছিল তাঁর। এভারটনে প্রথম ২১ ম্যাচে তাঁর পয়েন্ট অর্জনের হার ছিল ৪৭.৬ শতাংশ। নাপোলিতে ৬৯.৮৪ শতাংশ, বায়ার্ন মিউনিখে ৭৬.২ শতাংশ ও রিয়াল মাদ্রিদে দ্বিতীয় মেয়াদে ৭৯.৩ শতাংশ।

পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দেওয়ায় আনচেলত্তির আসলে ব্রাজিলে সমালোচনার জবাব দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এ কারণেই সম্ভবত সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে গতকালের সংবাদ সম্মেলনে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় দেখা গেল আনচেলত্তিকে।

বিনোদন



'মিস ইউনিভার্স'-এ দিন থেকে রাত কী করছেন মাহি

বিনোদন ডেস্ক

৭৫তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন মডেল-অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। গত ৮ নভেম্বর রাতে দেশ ছাড়েন তিনি। ১১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক প্যারেড ও পরিচয় পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এই আয়োজন। আগামী ২৪ নভেম্বর জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হবে ৭৫তম মিস ইউনিভার্সের নতুন বিজয়ীর নাম। মাহি জানান, প্রতিদিনই তাকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। শুধু শারীরিক প্রস্তুতি নয়, নিজেকে মানসিকভাবেও প্রস্তুত রাখতে হচ্ছে তার। এছাড়া প্রতিদিন তাকে রিহার্সাল, স্টেজ প্র্যাকটিস, ইন্টারভিউ, বিভিন্ন ইভেন্ট এবং স্পনসরদের কার্যক্রমে অংশ নিতে হচ্ছে।

প্রতিদিন ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠতে হয় তাকে। মেকআপ ও রেডি হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা। ভোর সাড়ে ৫টার মধ্যে নিচে নেমে ব্রেকফাস্ট করে সাড়ে ৬টার মধ্যে বাসে উঠতে হয় অভিনেত্রীকে।

সবকিছু শেষ করে মাহির হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত ১২টা। পরদিনের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে, গোসল করে ঘুমাতে যেতে যেতে ১টুদেড়টা হয়ে যায়।

২০১৪ সালে 'রঙ আরটিভি ২০-২০ কালারস মডেল সার্চ' প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হন তিনি।২০২১ সালের শেষ দিকে নাটকে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন মাহি।'গার্লস স্কোয়াড' দিয়ে পরিচিতি পান তিনি।

পদত্যাগের ঘোষণা জয় চৌধুরীর

বিনোদন ডেস্ক

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (এফডিসি) চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ১৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন চিত্রনায়ক ও চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয় চৌধুরী। সোমবার রাতে সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো এক বার্তায় তিনি এই তথ্য জানান। ওই বার্তায় জয় চৌধুরী জানান, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। পাশাপাশি বর্তমান ইস্যু এবং এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অবস্থান সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে মতবিনিময় করবেন তিনি।

সম্প্রতি এফডিসিতে একটি মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়াকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র ১৮ বা ১৯ সংগঠনের আহ্বায়ক হেলাল খান ও জয় চৌধুরীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। সম্মিলিত এই প্ল্যাটফর্মটির আহ্বায়ক হিসেবে হেলাল খান, সদস্যসচিব হিসেবে শিল্পী সমিতির সভাপতি শিবা শানু এবং মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জয় চৌধুরী।

পদত্যাগের ঘোষণায় জয় চৌধুরীর অভিযোগ, হেলাল খান নিজেই শিল্পীদের গালিগালাজ করেছেন। এমনকি তার সামনেই হেলাল খানের সহযোগী বহিরাগতরা শিল্পীদের মারধরের হুমকি দিয়েছেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। এ ছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ভেঙে দেওয়া এবং সমিতির সব সদস্যকে এফডিসি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে জয় চৌধুরী বলেন, 'যে নেতা একজন শিল্পী হয়ে শিল্পীদের অসম্মান করে, যে নেতার কাছে কর্মীরা নিরাপদ না, সেই নেতার নেতৃত্বে থাকতে চাই না'।

এর আগে এই বিরোধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে জয় চৌধুরী জানিয়েছিলেন, শিল্পী সমিতির সামনে ডি এ তায়েবের কিছু ভক্ত ও লোকজন বসেছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটতেও এসেছিলেন তারা। তায়েব আসতে দেরি করায় তারা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

'মিস ইউনিভার্স'-এ দিন থেকে রাত কী করছেন মাহি'মিস ইউনিভার্স'-এ দিন থেকে রাত কী করছেন মাহি

তিনি আরও বলেছিলেন, হেলাল ভাই রাগ করে আমাকে ফ্যাসিস্ট বলেছেন। কারণ আমি ডি এ তায়েব ভাইকে সাপোর্ট করে কথা বলেছি এবং মানববন্ধনে যেতে দেরি হয়েছে। তায়েব ভাই নিজেও জানেন না, এই লোকজন কখন কীভাবে এফডিসিতে এসেছে এবং কেন তাদের মানববন্ধনে পাঠানো হয়নি। এ কারণেই তিনি রাগ করেছেন।



অসময়ে ড্যাশিং লুকে চমকে দিলেন অনন্ত জলিল

বিনোদন ডেস্ক

ব্যবসায়িক সংকট, ব্যাংকঋণ ও কারখানা বন্ধের খবর ঘিরে কয়েক দিন ধরেই আলোচনায় ঢালিউডের অভিনেতা ও প্রযোজক অনন্ত জলিল। তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। এখন তার ক্যারিয়ারে অসময় চলছে। এর মধ্যেই নতুন লুকে হাজির হয়ে চমকে দিলেন এই অভিনেতা। সোমবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে একটি ছবি প্রকাশ করেন অনন্ত জলিল।

ছবিতে সাদা পোশাকে বেশ ড্যাশিং ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। চোখে কালো চশমা, সব মিলিয়ে একেবারে ভিন্ন এক স্টাইলিশ লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। সাম্প্রতিক নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে তার এমন উপস্থিতি নজর কেড়েছে ভক্তদের।

এর আগে শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) সকালে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া একটি পোস্টে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার কথা জানিয়েছিলেন অনন্ত জলিল। পোস্টের শুরুতে পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতিহার আয়াতের অংশ 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন' উল্লেখ করেন তিনি। এর অর্থ, 'আমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি এবং তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

এরপর তিনি লেখেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।' অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী ও কার্যসম্পাদনকারী।

ওই পোস্টে অনন্ত জলিল তার জন্য যারা দোয়া করেছেন, ইতিবাচক পোস্ট দিয়েছেন এবং ভিডিও প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি টিআরপির জন্য যারা তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানান। তবে তাদের উদ্দেশে আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা করেন এই অভিনেতা। অনন্ত জলিলের এমন পোস্টের পেছনে রয়েছে তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনা। সম্প্রতি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে তার মালিকানাধীন এবি অ্যাপারেলস লিমিটেডের ঋণের বিপরীতে ২২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা আদায়ে আইনি নোটিশ পাঠানোর খবর প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি তার কয়েকটি কারখানা বন্ধের পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিয়েও আলোচনা তৈরি হয়েছে।



জনি ডেপের 'এবেনেজার' বাংলাদেশি টাকায় কত আয়

বিনোদন ডেস্ক

জনি ডেপের 'এবেনেজার' বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসের শীর্ষস্থান দখল করেছে। টিম ওয়েস্ট পরিচালিত ছবিটি প্রথম সপ্তাহান্তে বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার আয় করেছে। এটি বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫২৫ কোটি। চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস 'আ ক্রিসমাস ক্যারল'-এর অন্ধকারাচ্ছন্ন নতুন রূপায়ণ এই ছবিটি উত্তর আমেরিকার ৩ হাজার ৫৩৫টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে আয় করেছে ১ কোটি ৯০ লাখ ডলার। অন্যদিকে, ৬৩টি দেশের আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে আরও ২ কোটি ৩০ লাখ ডলার। ছবিতে এবেনেজার স্ক্রুজের চরিত্রে জনি ডেপের অভিনয় দর্শকদের বেশ ভালো লেগেছে। তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন রুপার্ট গ্রিন্ট, আন্দ্রেয়া রাইজবোরো, স্যাম ক্লাফ্লিন, ডেইজি রিডলি, ট্রামেল টিলম্যান এবং ইয়ান ম্যাককেলেন। দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক। এক্সিট পোল অনুযায়ী, সিনেমাটি 'এ মাইনাস' সিনেমাস্কোর পেয়েছে। রটেন টম্যাটোজে ভেরিফায়েড হট পপকর্নমিটারে ছবিটির রেটিং ৯০ শতাংশ। অন্যদিকে পোস্টট্র্যাকে ৫-এর মধ্যে ৪ দশমিক ৫ স্টার পেয়েছে ছবিটি। জরিপে অংশ নেওয়া ৫১ শতাংশ দর্শক জানিয়েছেন, জনি ডেপের অভিনয় দেখতেই তারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছেন।

বিদেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাজারেও প্রথম স্থান দখল করেছে ছবিটি। যুক্তরাজ্যে ৬৩৩টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ৫৪ লাখ ডলার আয় করে শীর্ষস্থান পেয়েছে 'এবেনেজার'। এছাড়া ইতালিতে ৩৬৫টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ২০ লাখ ডলার, মেক্সিকোতে ৮৫৫টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ১৭ লাখ ডলার, স্পেনে ৩২৩টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ১০ লাখ ডলার এবং পোল্যান্ডে ২০৮টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ৯ লাখ ডলার আয় করেছে ছবিটি। অন্যদিকে, ফ্রান্সে ২৫ লাখ ডলার এবং জার্মানিতে ১৫ লাখ ডলার আয় করে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ছবিটি। অস্ট্রেলিয়ায় তৃতীয় এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে 'এবেনেজার'। ছবিটির প্রচারেও ব্যাপক আয়োজন করেছিল।

মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রবাসী নিহত

পটিয়া প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঈগল পরিবহনের বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. ফারাজ (২১) নামে এক প্রবাসফেরত যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়নের বোর্ড অফিস এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারাজ লোহাগাড়া উপজেলার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামগামী ঈগল পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে শহর থেকে আসা মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ফারাজের মৃত্যু হয় এবং অপর আরোহী গুরুতর আহত হন।

কুসুমপুরা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শওকত আকবর জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে মৃত ও অপরজনকে আহত অবস্থায় দেখতে পান। পরে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মদসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

গোমস্তাপুর প্রতিবেদক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ৩০০ লিটার দেশীয় তৈরি চোলাই মদসহ শুভময় শীল (৩১) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নের খাঁড়িপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ওই গ্রামের শ্রী পান্নালাল শীলের ছেলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক চৌধুরী ইমরুল হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চোলাই মদসহ শুভময় শীলকে আটক করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি করে আসছিলেন। এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

১৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

খোকসা প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার খোকসায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১৮ পিস ইয়াবাসহ সবুজ শেখ (২২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ৮টা ৫ মিনিটের দিকে উপজেলার আমলাবাড়ী বাজারসংলগ্ন আমলাবাড়ী কোলের ধারে ইটের খোয়া বিছানো সড়ক থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেপ্তার সবুজ শেখ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার বাকচি (সাতপাকিয়া) গ্রামের দুলাল শেখের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযানের সময় তার কাছ থেকে ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় খোকসা থানায় মামলা করা হয়েছে। ১৫ নভেম্বর দায়ের করা মামলাটির নম্বর ৮। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।



হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ অমান্য

ওয়াকফ স্টেটের জমির ধান কাটার অভিযোগ

পীরগঞ্জ প্রতিনিধি

রংপুরের পীরগঞ্জে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ও ওয়াকফ প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে ওয়াকফ স্টেটের জমির ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একটি মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে।

উপজেলার খালাশপীর দারুল-হুদা ফাজিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ ধান কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়াল্লী আনিছুর রহমান। এ ঘটনায় তিনি পীরগঞ্জ থানায় লিখিত এজাহার দিয়েছেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, আনিছুর রহমান খালাশপীর দারুল-হুদা ফাজিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সভাপতি এবং আহাম্মদ হোসেন প্রধান গং ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়াল্লী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিধি অনুযায়ী ওই ওয়াকফ সম্পত্তি চাষাবাদ করে আসছেন। চলতি মৌসুমে উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের রাজারামপুর মৌজায় এস্টেটের ৩ একর ৬৯ শতক জমিতে তিনি আমন ধান রোপণ করেন। সম্প্রতি ধানগুলো কাটার উপযোগী হয়।

> উপজেলার খালাশপীর দারুল-হুদা ফাজিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ ধান কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়াল্লী আনিছুর রহমান। এ ঘটনায় তিনি পীরগঞ্জ থানায় লিখিত এজাহার দিয়েছেন

এদিকে মোতোয়াল্লীর পদ থেকে আনিছুর রহমানকে অপসারণের দাবিতে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ওয়াকফ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে আসছিলেন। এ নিয়ে বিরোধের একপর্যায়ে আনিছুর রহমান হাইকোর্টে ১০৭২/১৯ নম্বর সিভিল রিভিশন মামলা করেন। মামলায় আদালত সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, আদালতের ওই নির্দেশ উপেক্ষা করে গত ১৪ নভেম্বর সকালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৩৫ জন ব্যক্তি রাজারামপুর মৌজায় ওয়াকফ স্টেটের জমিতে গিয়ে ধান কেটে নিয়ে যান। এ সময় প্রায় তিনটি মাহিন্দ্রযোগে আনুমানিক ১৭০ মণ ধান সরিয়ে নেওয়া হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় আনিছুর রহমান বাদী হয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম (৫৫), নুরুল আমিন (৩০), খাজানুর আলম (৪৩), মিল্টন মিয়া (৪০), রঞ্জু মিয়া (৩৫), মমরুল হোসেন (৪০), জাহিদুল ইসলাম (৪০), মাজন মিয়া (৫০), জলিল মিয়া (৬০), লাল বিহারী (১৫), মাহমুদুল হাসান (৪০)সহ ২০ থেকে ২৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দিয়েছেন।

বাদী আনিছুর রহমান বলেন, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের নিয়োগ বৈধ নয়। ওয়াকফ এস্টেটের সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি লোকজন নিয়ে জমির ধান কেটে নিয়ে গেছেন।



ব্রির প্রযুক্তি গ্রামে শতাধিক গাছের চারা বিতরণ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

সরকারের '৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) স্যাটেলাইট স্টেশনের প্রযুক্তি গ্রামে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এলএসটিডি প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মির্জা আশফাকুর রহমান। তিনি প্রযুক্তি গ্রামে একটি গাছের চারা রোপণ করেন এবং স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ১০০টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করেন। বিতরণ করা চারার মধ্যে ছিল ৫০টি নিম, ২০টি লেবু, ২০টি আম ও ১০টি লিচুগাছের চারা। এসব চারা রোপণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সবুজায়ন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলএসটিডি প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন ময়মনসিংহের প্রধান, প্রকল্পসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং স্থানীয় কৃষকেরা। আয়োজকেরা জানান, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বাড়ানো এ উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একই সঙ্গে কৃষকদের ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রযুক্তি গ্রামকে সবুজ ও পরিবেশবান্ধব কৃষি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা রয়েছে।

সরকারের পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

হাবিপ্রবির উদ্যোগে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প

দিনাজপুর প্রতিনিধি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের উদ্যোগে দিনাজপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনাজপুর সদর উপজেলার মহব্বতপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্থানীয় খামারি ও কৃষকদের পশু-পাখির চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. এনামউল্যা। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম এমদাদুল হাসানসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞরা।

উপাচার্য বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পশুপালনবিষয়ক পরামর্শ ও চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে



কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মাঠপর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি পশুর রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের সুযোগ পাচ্ছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সব সময় খোলা থাকবে বলেও জানান তিনি। প্রতি মাসে এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য। ক্যাম্পে ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. খালেদ হোসেনসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দুই সিনিয়র হাউস সার্জন, একজন ফার্ম সুপারভাইজার ও শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা সেবা দেন। কর্মসূচিতে ২৫০টি গরু, ৩০০টি ছাগল, ৬০টি হাঁস-মুরগি, ৭০টি ভেড়া, ৪টি বিড়াল এবং তিনটি গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন করা হয়। এ সময় বিনামূল্যে টিকা, রুচিবর্ধক ওষুধ, ভিটামিন ট্যাবলেট ও ইনজেকশন দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ত্রিদেশীয় সীমান্তে ছয় বাংলাদেশিসহ আটক ৮

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার ত্রিদেশীয় সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ছয় বাংলাদেশিসহ আটজনকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ২৩/৩৪ নম্বর সীমান্ত পিলার সংলগ্ন বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে তাদের আটক করে রুমা ব্যাটালিয়ন (৯ বিজিবি)।

আটক ছয় বাংলাদেশির বাড়ি ঝিনাইদহ, বরগুনা, ঢাকা, ভোলা ও চট্টগ্রামে। অপর দুজন স্থানীয় ম্রো সম্প্রদায়ের সদস্য লংওয়াং মুরং (২৫) ও তনয় মুরং (৩০)। তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে ছিলেন।

রুমা ব্যাটালিয়নের সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. হাসান শাহরিয়ার জানান, আটক ব্যক্তিরা গত ৫ নভেম্বর থানচি হয়ে সীমান্ত এলাকায় যান। পরে তারা সীমান্তের শূন্যরেখার কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে বিজিবি অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ মহানগরীতে বালু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধের জেরে মো. সুরুজ্জামান (৩৫) নামে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কোতোয়ালি থানার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য বারেরা মজিদ মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জামান স্থানীয় আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে এবং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্তমান কমিটির সদস্য ছিলেন।

নিহতের ভাই ও ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রোমান কাউসার জানান, বালু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আওয়ামীপন্থী একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের সঙ্গে জামানের বিরোধ চলছিল। এর জেরেই তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সন্ধ্যায় সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে মজিদ মার্কেট এলাকায় মেহেদীসহ কয়েকজন তার গতিরোধ করে বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খুলনায় বি-কোম্পানির প্রধান গ্রেনেড বাবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আজম গ্রেফতার

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনার বি-কেম্পানির প্রধান গ্রেনেড বাবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক সম্রাট আজম শেখকে (৩২) গ্রেফতার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার গভীররাতে এসআরবি-৬ ও ১ এর যৌথ অভিযানে গাজীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। আজম শেখ নগরীর দৌলতপুর থানার আঞ্জুমান এলাকার শেখ কামালের ছেলে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে গাজীপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় ১৩টি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে। এসআরবি-৬ এর অধিনায়ক নিস্তার আহমেদ বলেন, এসআরবি ফোর্সেস নিয়মিত মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও মাদককারবারি গ্রেফতার এবং বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর হত্যা ও ধর্ষণের মতো অপরাধে জড়িত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এসআরবি-৬ ও এসআরবি-১ এর যৌথ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজীপুর সদর থানাধীন শিমুলতলী রোডের ঝুমুর সিনেমা হলের সামনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় খুলনার বি-কোম্পানির প্রধান গ্রেনেড বাবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক সম্রাট আজম শেখকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার আসামি আজমের পিসিপিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, কেএমপির দৌলতপুর থানায় তার বিরুদ্ধে ৬টি মাদক, ৪টি হত্যা চেষ্টা, ২টি চাঁদাবাজি ও ১টি চুরিসহ মোট ১৩টি মামলার তথ্য রয়েছে।

পঞ্চগড়ে চলন্ত ট্রাক্টরে উঠতে গিয়ে শ্রমিক নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

সদর উপজেলায় চলন্ত ট্রাক্টরে উঠতে গিয়ে চাকার নিচে পড়ে আলামিন (১৬) নামে এক ট্রাক্টর শ্রমিক নিহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের লাঠুয়াপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলামিন ওই এলাকার হযরত আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে আলামিন ট্রাক্টর শ্রমিক হিসেবে বালু লোড আনলোডের কাজ করতো।

সকালে চলন্ত ট্রাক্টরে উঠতে গিয়ে তার পা পিছলে যায়। এসময় ট্রাক্টরের চাকার নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে। এতে তার মুখ ও মাথা থেতলে যায়। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসক রেজওয়ানুল্লাহ বলেন, ওই শ্রমিকের মাথা ও মুখ চাকার নিচে পড়ে থেতলে গেছে। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেসুর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বাসসকে বলেন, নিহতের মরদেহ আইনী প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।



২ হাজার ৪০০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও সরিষার বীজ বিতরণ

কসবা প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২ হাজার ৪০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও সরিষার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে কসবা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ছামিউল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আয়েশা আক্তার। তিনি কৃষকদের মধ্যে কৃষি প্রণোদনা বিতরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল উদ্দিন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আশরাফ আলী, পৌর বিএনপির সহসভাপতি বশির আহাম্মদ চৌধুরী এবং কসবা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. আবুল খায়ের স্বপনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও সরিষার বীজ দেওয়ার ফলে চলতি রবি মৌসুমে সরিষার আবাদ সম্প্রসারণে সহায়তা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষকদের চাষাবাদে উৎসাহিত করা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং প্রান্তিক কৃষকদের চাষাবাদে সহায়তা করতে সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করে থাকে।



কলমি ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতিতে রঙিন চাদর

মোহাম্মদপুর প্রতিনিধি

হেমন্তের এমন রং-রূপ শহরের যান্ত্রিকতায় সহজে মেলে না। বর্ষার রেশ কাটতে না কাটতেই বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী হাওয়া।

ঋতুচক্রের পালাবদলে প্রকৃতি এখন সেজেছে এক নতুন ও মনোমুগ্ধকর রূপে। শীতের প্রাক্কালে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খাল-বিল, ডোবা-নালা, বাঁওড়, নদী ও জলাশয়ের চারপাশ এখন প্রাকৃতিকভাবেই সেজেছে দেশি কলমি ফুলের সাদা-হালকা বেগুনি রঙের আভায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কেউ যেন জলরাশি আর মাঠের বুকজুড়ে সূক্ষ্ম সুতার রঙিন কারুকাজ বিছিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির এমন অপরূপ রূপ মুগ্ধ করছে স্থানীয় মানুষ ও প্রকৃতিপ্রেমীদের। প্রতিবছর বর্ষার পর হেমন্তের এই সময়ে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে কলমি ফুল ফুটতে দেখা যায়। তবে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার ফুলের বিস্তার অনেক বেশি। সরু সবুজ লতার ওপর সারি সারি ছোট ছোট ফুল ফুটে পুরো এলাকা যেন এক বর্ণিল নকশায় সেজেছে।

বর্ষার পানি কমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কলমি লতাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে জলাশয় ও আশপাশের মাঠ দখল করে নেয়। চারপাশের স্নিগ্ধ ও মনোরম দৃশ্য দেখে পথচারী কিংবা গ্রামের মানুষ কাজের ফাঁকেও কিছুটা সময় থেমে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করেন।

উপজেলার ইছামতি বিল, মধুমতি নদীর তীর, শ্যামনগর বিল এবং উপজেলা পরিষদ পুকুরসহ বিভিন্ন এলাকায় এখন প্রকৃতির এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সকালের স্নিগ্ধ রোদ যখন শিশিরভেজা কলমি ফুলের ওপর পড়ে, তখন সেগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এমন মায়াবী দৃশ্য মানুষের মনে এনে দেয় প্রশান্তি, শিল্পীদের জোগায় নতুন অনুপ্রেরণা আর

> স্থানীয় বাসিন্দা খুরশিদ আলম সোহাগ মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেন, 'সকালে কাজে বের হওয়ার সময় এই ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ আর স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়। মনে হয় পুরো এলাকাটি কোনো শিল্পীর হাতে সাজানো স্বপ্নের নগরী

প্রকৃতিপ্রেমীদের মন ভরিয়ে তোলে অনাবিল তৃপ্তিতে।

স্থানীয় বাসিন্দা খুরশিদ আলম সোহাগ মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেন, 'সকালে কাজে বের হওয়ার সময় এই ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ আর স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়। মনে হয় পুরো এলাকাটি কোনো শিল্পীর হাতে সাজানো স্বপ্নের নগরী।'

প্রকৃতিবিদদের মতে, হেমন্তকালে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যাওয়া এবং পানির স্তর ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাওয়ার ফলে দেশি কলমি গাছ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফুল ফুটতে শুরু করে। এসব ফুল আকারে খুব বড় না হলেও সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় দূর থেকে এগুলোকে একটি রঙিন চাদরের মতো দেখায়।

এই মনোরম পরিবেশে গ্রামীণ দুরন্ত শিশুদের ফুলের মাঝে লুকোচুরি খেলা ও ফুল তোলার দৃশ্য চারপাশের সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

হেমন্তের মিষ্টি রোদে কলমি ফুলে ভরা জায়গাগুলোয় একবার ঘুরে গেলে যে কারও মন মুহূর্তেই ভালো হয়ে যায়। প্রকৃতির এই অনবদ্য ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মুগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট।